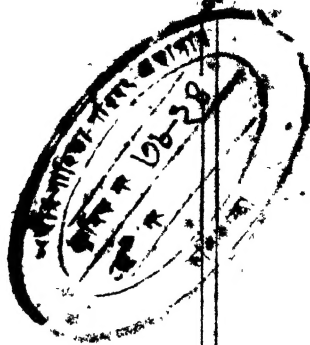
ব্যানরজী ভায়া।



কলিকাতা।

প্রাকৃত যন্ত্র।

মির্জাপুর হলওএলস্ লেন নং ২.

সন ১৮৬৯।

মূল্য পোনে একআনা মাত্র।

ভূমিকা।

—oo—

এদেশে গ্রন্থচয়ের যথোচিত সমালোচনা হয় না, এ কার
অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সংবাদ পত্রে যাহ
হয়, সে এরূপ সংকীর্ণ যে তাহাতে দোষ গুণের সবিস্তার উল্লেখ
অপ্রাপ্তি বশতঃ, গ্রন্থকার ও পাঠকগণ উভয় পক্ষেরই তদ্দ্বার
তাদৃশ সন্তোষ সম্পাদন হওয়া দুষ্কর। "শিক্ষক ব্যতিরেকে
সঙ্গীত শিক্ষা" নামক একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত
হইয়াছে; ঐ গ্রন্থের প্রণেতা ও পাঠকগণকে সেরূপ ক্ষোভ না
করিতে হয়, এই অভিপ্রায়েই, আমরা তাহার সমালোচন
কার্য্য নিষ্পাদন করিতেছি। বিশেষতঃ এরূপ গ্রন্থের বিশেষ
বিচারণা সমাজের নিতান্ত প্রার্থনীয়; যে হেতু গুরু বিনা
বিদ্যা লাভ হয় না, এই সংস্কারটী আবহমান কাল প্রচলিত,
কিন্তু গ্রন্থের প্রথম উপাধিতেই, তাহার খণ্ডন দেখিয়া, অনেকে
তাহার সত্যাসত্য জানিতে উৎসুক হইতে পারেন। আমরা সমা-
লোচন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, বলিতে পারি না; কারণ
স্বয়ং যাহা মীমাংসা করিব, তাহা অকাট্য, আমাদিগের এরূপ
অভিমান নাই। অস্মদাদির ন্যায় অজ্ঞ লোকের বুদ্ধি স্বতই
ভ্রান্তি সঙ্কুল, তবে ভরসা এই, সঙ্গীত বিষয়ে আমরা চিরপ্রচ-
লিত মতের অনুগামী হইয়াছি; কোন অভিনব মতের উদ্ভা-
বক হইতে অভিলাষী নহি। প্রাচীনত্ব, বস্তুর প্রকৃতিগত
সারবত্তার একটী বিশেষ প্রমাণ; যে হেতু সারবত্তা না
থাকিলে, প্রাচীনত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিনষ্ট হয়। সুতরাং
প্রাচীন মতের অবলম্বনে, এক প্রকার বিশুদ্ধ [illegible]

পরাজিত হই, সে পরাজয়ের লজ্জা এদেশীয় প্রাচীন ও নবীন সঙ্গীতাচার্য্যেরা, অংশ করিয়া লইবেন; আমার প্রতি সে লজ্জার ভাগ অতি অল্পই অর্হিবে। হিন্দু সঙ্গীতের কোন মত, ইহাতে প্রকাশ করিতে আমরা প্রয়াস পাই নাই; গ্রন্থকারের মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। পদবিন্যাসের সৌষ্ঠব বা শুদ্ধতার প্রতিও তাদৃশ সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখি নাই, এবং তজ্জন্য সুলেখকের যশঃ এতদ্দ্বারা প্রাপ্তির প্রয়াসীও নহি। গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ের সমালোচন হইতেই গ্রন্থকারের মত খণ্ডনের আরম্ভ; বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সমালোচনায় কেবল তাঁহার বিরুদ্ধার্থ উক্তির বিবরণ মাত্র।

গ্রন্থকার যুবা পুরুষ, পরিহাসপ্রিয় হইতে পারেন, এই বিবেচনায় সমালোচনের আনুসঙ্গিক কোন কোন স্থানে, দুই একটী পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, সে গুলিকে উপহাস বোধে, যদি অস্মদাদির প্রতি কোপ প্রকাশ করেন তবে নিতান্ত দুঃখিত হইব ও অনুতাপ সহ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবিতাটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিব। যথা,

ইতর পাপ ফলানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন!
অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং,
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।

অস্যার্থঃ।

ইচ্ছামত অন্যান্য পাপের ফল, হে চতুরানন বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে লিখ, কিন্তু এই প্রার্থনা, অরসিক জনের নিকট রহস্য উক্তি রূপ পাপ ফল, আমার ললাটে লিখিও না, লিখিও না, লিখিও না।

শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রন্থের,
শিক্ষার্থীরপ্রতি উপদেশ, বিজ্ঞাপন ও মুখবন্ধের সমালোচনা।

হে পাঠকগণ আমরা শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা নামক গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের বিবেচনায় গ্রন্থখানি কেবল দাম্ভিক আখ্যাযুক্ত মাত্র, ইহাতে সারবত্তা কিছুই নাই, ইহা বলিলেই আপনারা প্রত্যয় করিবেন না; একারণ, ইহার মত গুলির অযৌক্তিকতা ও বাক্যার্থের পরস্পর বৈরিতা, আমরা যথাভাবে, আপনাদিগকে বিদিত করিতেছি।

গ্রন্থের, বিষয় সম্বন্ধ প্রয়োজন ও অধিকারী, প্রথমে নিরূপণ করাই আবশ্যক। গ্রন্থের উপদেশ, বিজ্ঞাপন ও মুখবন্ধ পাঠে তৎসম্বন্ধে আশু এইরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, ইউরোপ প্রচলিত সঙ্গীতের স্বরলিপি, হিন্দু সঙ্গীতে পরিগৃহীত হইবার উপযোগিতা, ইহার বিষয়; সঙ্গীতের সুর, তাল ও এতদ্গ্রন্থের মত, এই উভয়ের বোধ্য বোধক ভাব, ইহার সম্বন্ধ; শিক্ষক সাহায্য ব্যতিরেকেও সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান, ইহার প্রয়োজন, ও ভাষাজ্ঞ, সঙ্গীত শিক্ষার্থী ব্যক্তি মাত্রই, ইহার অধিকারী। কিন্তু গ্রন্থকার, আপনার বাক্য দ্বারাই আপনার গ্রন্থের বিফলতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখবন্ধ, বিজ্ঞাপন ও শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ, সাবধানে পাঠ করিলে তৎপ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের ৯ হইতে ১১ পংক্তির তাৎপর্য্য এই, সঙ্গীত শিক্ষার কারণ প্রথমে শিক্ষক সাহায্য কেবল সুবিধা বিধায়ক, তদ্ব্যতিরেকেও অধ্যবসায় সহ, এতদ্গ্রন্থের দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষা নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু

শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশের শেষ ভাগে গ্রন্থকার কহেন "প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে গ্রন্থ দেখিয়া সুর মিলান হইতে পারে না, কেননা তাহাতে সুরবোধের আবশ্যক হয়"। তবে বিজ্ঞাপনোক্ত বাক্যটী কি রূপে মান্য করা যায়? সুর বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত, শিক্ষক সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক, যদি ইহা স্বীকৃত হইল, তবে সঙ্গীত শিক্ষার প্রথমে শিক্ষক সাহায্য অভাবেও সঙ্গীত শিক্ষা নিষ্পন্ন হইতে পারে ইহা কি রূপে বিশ্বাস্য হয়? যাহা হউক, যন্ত্রের সুর মিলান শিখিলে শিক্ষক উপাসনার শেষ হইবে,—সঙ্গীতের আর আর সমুদয়, এই গ্রন্থ দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে, গ্রন্থকার এরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেও উৎসাহিত হইতাম। কিন্তু তদ্বিপরীতে তিনি বিজ্ঞাপনের ১৫।১৬ পংক্তিতে যাহা কহেন, তাহার মর্ম্ম এই, সুচারু রূপে বাদনের কারণ, শিক্ষকের নিকট অঙ্গুলি বিক্ষেপের কৌশল শিখিতে হইবে, ও তৎপরে উত্তম সঙ্গীতাচার্য্যগণের সঙ্গীত শুনিতে হইবে, অর্থাৎ, শুনিয়া তদনুকরণ করিতে হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য। সঙ্গীতের, নৈপুণ্য ব্যঞ্জক সূক্ষ্ম কৌশলাদি, কেবল মাত্র দেখিয়া ও শুনিয়া, বিনা উপদেশে, আয়ত্ত করিতে পারে, এমন লোক অতি বিরল; সঙ্গীত বিষয়ে সে ব্যক্তি শ্রুতিধর। কিন্তু গ্রন্থকারের গ্রন্থ সে রূপ লোকের নিমিত্ত নহে, পরিমিতবুদ্ধি সাধারণ সমাজের শিক্ষা বিধানার্থ বিরচিত হইয়াছে। সেরূপ অসামান্য ধীবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে, গ্রন্থকারের গ্রন্থও অপ্রয়োজনীয়। অতএব, প্রথমতঃ সুরবোধের কারণ, দ্বিতীয়তঃ অঙ্গুলি বিক্ষেপের কৌশল শিক্ষার কারণ, তৃতীয়তঃ উত্তম সঙ্গীতাচার্য্যগণের সঙ্গীত শুনিয়া, পরিমিত বুদ্ধিযুক্ত লোকেরা, স্বয়ং তদনুকরণ না করিতে পারিলে তাহার উপদেশ লাভের কারণও, শিক্ষকের আবশ্যক। যান্ত্রিক সঙ্গীত সম্বন্ধে এইরূপ, কাণ্ঠিক সঙ্গীতের

বিষয়ে গ্রন্থকার নবমাধ্যায়ের পঞ্চম পংক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন কাণ্ঠিক সঙ্গীত অর্থাৎ গীত শিক্ষা, শিক্ষক ব্যতিরেকে ঘটনা হয় না। শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা নামক গ্রন্থপাঠে, ইহাই প্রতীত হইল, যে শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা করা যায় না। স্বয়ং এরূপ বাক্য লিখিয়াও গ্রন্থকার ভূমিকায় কহেন, কেবল মাত্র এই গ্রন্থের সূত্রের সাহায্যে শিক্ষক ব্যতিরেকেও যে সঙ্গীত শিক্ষা করা যায়, "ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে"। আমরা জানিতে চাহি সে ব্যক্তি কে যে পূর্ব্বে সঙ্গীতের কিছুই জানিত না, কেবল গ্রন্থকারের গ্রন্থের সাহায্যে, এক্ষণে সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ংই, কেবল পুস্তক পাঠে সঙ্গীত শিখিয়াছেন, আমরা, আশু ইহাই বোধ করিতাম; কিন্তু দেখিলাম স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের ছাত্র। গুরু শিক্ষা প্রথা বিদ্বেষী, এরূপ ছাত্রের ছাত্রত্ব স্বীকারে, গোস্বামিজী সন্তুষ্ট হইবেন কি না, বলিতে পারি না। বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষার সময়ে, বোধ করি, তাঁহার প্রতি কোন রূপ পীড়ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই, তিনি গুরু শিক্ষা প্রণালীর, এরূপ দ্বেষ্টা হইয়া উঠিয়াছেন। লুক্রিশিয়া ললনার সতীত্ব বিঘাতন অপরাধে, রোম হইতে রাজশাসন প্রণালী তিরোহিত হয়, হে গুরুসাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রণালি! তুমি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট কি অপরাধ করিয়াছ, যে তিনি অসাধ্য বুঝিয়াও, তোমাকে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধার্থ বাক্যগুলির সন্ধি সম্পাদনের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ভূমিকার ১৩ পংক্তিতে কহেন, শিক্ষক ব্যতিরেকে কেবল এই গ্রন্থের অভ্যাস দ্বারা এক প্রকার "চলন সই" বাজাইতে পারে। "চলন সই" শব্দের অর্থ কি? আমা-

দিগের বিবেচনায় তাহাকেই চলন সই সঙ্গীত বলা যায়, যাহা, সুষম কার্য্যযুক্ত না হউক, কিন্তু সুশ্রাব্য। কিন্তু গ্রন্থকার মুর্চ্ছনা-গমক-অধ্যায়ের প্রারম্ভেই কহেন মুর্চ্ছনা গমক গিটকিরি "সঙ্গীতের ভূষণ। উহাদের ব্যবহার ব্যতিরেকে, গীতাদি উলঙ্গ বিবেচনায়, সুমধুর শুনায় না"। কিন্তু ইহা কে না জানে, যে অঙ্গুলি বিক্ষেপের কৌশলাভাবে মুর্চ্ছনাদি নিতান্ত শ্রুতিকঠোর হইয়া উঠে, সুতরাং তজ্জন্য, অঙ্গুলি বিক্ষেপের কৌশল শিক্ষার আবশ্যকতা। তবে চলন সই বাদ্য শিক্ষা, শিক্ষক ব্যতিরেকে কি রূপে সম্ভাব্য? সুশ্রাব্যতার কারণ গমকাদির ব্যবহার আবশ্যক, গমকাদির মাধুর্য্য নিষ্পাদনার্থে, অঙ্গুলি বিক্ষেপের কৌশল শিক্ষার আবশ্যক, এবং অঙ্গুলি বিক্ষেপের কৌশল শিক্ষার কারণ যে শিক্ষকের আবশ্যক; ইহা গ্রন্থকার পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছেন। সুশ্রাব্যতা বিহীন বাদ্যকে, যদি চলন সই বলা যায়, তবে গ্রন্থকারের গ্রন্থ ব্যতিরেকেও, তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে; যে ব্যক্তির হস্ত আছে, সেই আঘাত দ্বারা যন্ত্র হইতে, শব্দ উৎপন্ন করিতে পারে। সকলি শিক্ষকের নিকট শিখিতে হইবে, ইহা প্রকারান্তরে উক্ত হইল, অথচ গ্রন্থের নাম "শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা," আমার পুত্র অন্ধ, কিন্তু ইহার নাম রাখিলাম পদ্মলোচন। শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত গুণ, গ্রন্থে থাকিলেও গ্রন্থখানি বুঝিবার কারণ, প্রথমেই, জনৈক ইটালি দেশের সুনিপুণ সঙ্গীতাচার্য্যের আবশ্যক; সঙ্গীত শিক্ষা করা যাউক বা না যাউক, সহজে, ইহার বিবিধ ভঙ্গীর চিত্রাবলীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করে, কাহার সাধ্য। অগ্নি থাকুক বা না থাকুক ধূমপটলে পরিপূর্ণ।

বিজ্ঞাপনের ২১ পংক্তিতে গ্রন্থকার কহেন "আমাদের দেশে অনেকেই শুনিয়া শুনিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন, গ্রন্থ দেখিয়া শিক্ষা-

বার রীতি নাই সুতরাং তাহাতে শীঘ্র তাল বোধ ও সুরবোধ হয় না"। কেবল মাত্র শুনিয়া শুনিয়া সঙ্গীতালোচনার উদাহরণ অস্মদ্দেশের গোশকট চালকেরা, গ্রন্থকার সঙ্গীত বিষয়ে সে দলের নহেন। গোস্বামিজী, তাঁহাকে শিক্ষা দিবার সময়ে, অঙ্গুলি বিক্ষেপের কৌশল ইত্যাদি দ্বারা, বিশুদ্ধ তাললয় সহ বাজাইবার প্রকরণ, বোধ করি, যত্নে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া দিয়াছেন। শিক্ষকের গীত বাদ্য শুনিয়া, তাঁহার নিকট কৌশলাদি শিখিয়া, সঙ্গীত শিক্ষাকরা হয়, তাহা না করিয়া, কেবল গ্রন্থ দেখিয়া শিক্ষা করিলে, তদপেক্ষা সত্বর সুর তাল বোধ হইতে পারে, গ্রন্থকারের উক্তির, যদি এরূপ মর্ম্ম হয়, তবে আমরা, বিস্ময় প্রকাশ করি মাত্র। যেহেতু সঙ্গীত, শব্দসম্ভূত, এবং কর্ণই যে শব্দ গ্রাহক ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞানবিৎ গ্রন্থকার, বোধ করি ইহা অবগত আছেন; সুতরাং শব্দের তারতম্য কর্ণপথ দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া, অন্তরে যে রূপ, প্রগাঢ় ভাবে আলিঙ্গিত হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়, সেরূপ হওয়ার সম্ভব নহে। তবে, গ্রন্থ দেখিয়া শিক্ষা করিলে, অপেক্ষাকৃত সত্বর সুর তাল বোধ হইবে, এ কিরূপ উক্তি! চক্ষের সাহায্যে চিত্রবিদ্যা, ও কর্ণের সাহায্যে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করা, কুরীতিও নহে, গ্লানিও নহে। গ্রন্থকার কি ভাবে, ভূমিকায়, সহজ বুদ্ধির প্রতিকূল এসকল বাক্য লিখিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। বিজ্ঞাপনের সমালোচনা এই পর্য্যন্ত; এক্ষণে গ্রন্থকারের মুখবন্ধে হস্তক্ষেপণের আবশ্যক।

মুখবন্ধের ১১ পংক্তির আরম্ভ হইতে, প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে, লিখিত হইয়াছে "প্রাচীনকালে (ভারতবর্ষে) তাললয় সমেত সঙ্গীতের সুর লিপিবদ্ধ করিবার, এরূপ কোন পরিণত সঙ্গীতাক্ষরের ব্যবহার ছিল না, যদ্দ্বারা আবহমান কালের সার্ব্বভৌমিক রচনা সকল,—কালের বিলোপক আক্রমণ হইতে

নিষ্কৃতি পাইতে পারিত"। অগৌণে গ্রন্থকার ১৫ পংক্তিতে কহেন " সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে যে তাহার উন্নতি করা কিম্বা তাহা সহজে শিক্ষা করা দুষ্কর তাহা তাঁহারা (প্রাচীণকালীন হিন্দুরা) বিলক্ষণ জানিতেন; তন্নিমিত্ত, তাঁহারা এক-জাতি সঙ্কেতাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন"। এই দুইটী বাক্য সংমিলিত করিলে, কি এইরূপ বিরুদ্ধার্থ বোধক হয় না? একটী খর্ব্বকায় দীর্ঘ পুরুষ, তাঁহার কৃষ্ণ কলেবর গৌরবর্ণে সুরঞ্জিত, তাঁহার বিকট রূপ মাধুরী দেখিলে, ভয়ে, কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। প্রাচীন হিন্দুদিগের সঙ্গীত লিখিবার, সঙ্কেতাক্ষর ছিল না, এবং ছিল; কি বিপরীত উক্তি! গ্রন্থকার কহিবেন, "পরিণত" সঙ্কেতাক্ষর ছিল না; যাহা ছিল, তাহা পরিণত ভাবের কি না, কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? কস্মিন্ কালেও, যে সঙ্গীতের, কোন সঙ্কেতাক্ষরের ব্যবহার এদেশে ছিল, আদৌ, তাহার প্রমাণ কোথায়? সঙ্কেতাক্ষর ব্যতীত সঙ্গীতের উন্নতি হয় না, এই ভ্রান্তিমুলক অনুমান ভিন্ন, তৎপ্রচলিত থাকিবার আর কোন প্রমাণ, গ্রন্থকার প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না আমরা শুনিতে চাই। কহেন, যবনদিগের সময়ে, ঐ সঙ্কেতাক্ষ-রের লোপ হইয়াছে; মুসলমানেরা, হিন্দুজাতির প্রায় সকল শাস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিত, সত্য; কিন্তু তাহারা হিন্দু সঙ্গীতের নিতান্ত অনুরাগী ছিল; তাহাদিগের, বিদ্বিষ্ট শাস্ত্র সকলের গ্রন্থ, যখন অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; তখন তাহাদি-গের আদৃত, সঙ্গীতের, সঙ্কেতাক্ষরের গ্রন্থগুলি, যে সমূলে, তাহাদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত অনুমান? অর্দ্ধ ইতিবৃত্তজ্ঞ তরুণ বঙ্গীয় গণের, মুসলমান নিন্দা করা, একটী প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশানুরাগ ও ইউরোপানুরাগ উভয়ের সম্মিলনে, তাহাদিগের বিশ্বাস, মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে,

ভারতবর্ষ সকল বিষয়েই আধুনিক ইংলণ্ডের তুল্য ছিল; তাঁহারা কোনদিন বা ইহাও বলেন, "এদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, নিষ্ঠুর মুসলমানেরা সে প্রথা উঠাইয়া দিয়াছে"। হে পাঠকগণ! গ্রন্থকারের মুখবন্ধের এই আরম্ভ মাত্র।

ইতঃপর, গ্রন্থকার বহুবাক্যের দ্বারা যাহা যাহা ব্যক্ত করেন, তাহার সার সংগ্রহের একাংশ এই—হিন্দু সঙ্গীত, সঙ্কেতাক্ষরে লিখিবার রীতি অবলম্বন করা উচিত, এবং ইউরোপ-প্রচলিত, সঙ্কেতাক্ষর তৎকার্য্যের সম্যক্ উপযোগী, কেন না, সঙ্গীতের মুল যে স্বর, আর লয়, তাহা সকল জাতিরই সমান। আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, কালিদাসের মেঘদূত কাব্য, ইংরাজী অক্ষরে লিখিয়া, তদক্ষরজ্ঞ কোন ব্যক্তির হস্তে দিলে, সে, উহা যথার্থ উচ্চারণ ও ছন্দের সহিত, পড়িতে পারিবে কি না? গ্রন্থকার, বোধ করি কহিবেন, "পড়িতে পারিবে" কারণ ভাষার মুল, আন্তরিক ভাব, এবং তাহা, সকল জাতিরই সমান। সংস্কৃত ভাষার অনেক হলাক্ষর, ইংরাজীতে অপ্রাপ্তি বশতঃ, ও উভয় ভাষার স্বরবর্ণের শক্তির তারতম্য বশতঃ, (ভাষার মুল এক হইলেও) ইংরাজী অক্ষরে লিখিত, সংস্কৃতবাক্য, যথা যোগ্যরূপে উচ্চারিত হওয়া, যেরূপ সুকঠিন, আমাদিগের বিবেচনায়, ছন্দ মাত্রার তারতম্য, ও গমক মূর্চ্ছনাদির ব্যতিক্রম বশতঃ, হিন্দু সঙ্গীত, ইউরোপের সঙ্কেতাক্ষরে লিখিলে, তদ্রূপ দুরান্ত দোষ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

গ্রন্থকার কহেন, আধুনিক ইউরোপীয়েরা আমাদিগের অপেক্ষা সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহারা "অপরাপর কঠিনতর শাস্ত্রে জগতের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে" এবং ইউরোপে; প্রতি ভদ্র-স্ত্রী-পুরুষ, সমাজে, সঙ্গীতের আলোচনা করেন। আমার প্রতিবাসী, আমা অপেক্ষা [illegible] চালনা বিদ্যায় পটু, সুতরাং

আমা অপেক্ষা তর্ক শাস্ত্রেও পণ্ডিত। প্রতিবিদ্যার উন্নতি, কোন ব্যক্তির বা জাতির, তদ্বিদ্যা সম্বন্ধীয় উদাহরণ দ্বারা, সপ্রমাণ করা উচিত। যুদ্ধ বিদ্যায় পটু হইলেই, দর্শন শাস্ত্রে পটু বলা যায় না, এবং গণিত বিদ্যার উন্নতি, কাব্য শাস্ত্রের উন্নতির প্রমাণ রূপে গণ্য নহে; বরঞ্চ তদ্বিপরীত, যে দেশের প্রতি স্ত্রী-পুরুষে নাচিতে গাইতে পারে, যদি, সে দেশের সঙ্গীত বিদ্যাকে, শ্রেষ্ঠ, বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে, আমরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদিত করিতেছি যে বন্য সাঁওতালেরাও, রজনীতে সমবেত হইয়া, অগ্নি জ্বালিয়া, প্রতি স্ত্রী পুরুষে নৃত্য, যন্ত্রবাদন, ও গান করে। এসংবাদ পাইয়া, গ্রন্থকার, বোধ করি সঙ্গীত শিক্ষার কারণ, মেদিনীপুর প্রভৃতির অরণ্যে, যাত্রা করিবেন। হিন্দুসঙ্গীত অপেক্ষা, যে ইউরোপীয় সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ, তৎপক্ষে কোন গ্রাহ্য যোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করা তাঁহার উচিত ছিল; তাহা যাউক, হিন্দু সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা, তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, তবে এক স্থানে নহে। উদ্ধৃত, নিম্নোক্ত বাক্যগুলি লিখিবার সময়ে, অনুমান হয়, তাঁহার সতর্কতা কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল। ষষ্ঠাধ্যায়ের ৭০ অঙ্কিত কল্পে কহেন "পূর্ণ স্বারিক গ্রামের প্রায় ১২।১৩ প্রকার রীতি কিনা ঠাট প্রচলিত। এই বিষয়ে আমরা ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের সঙ্গীতে কেবল দুইটী রীতির আবশ্যক মুখ্য এবং গৌণ"। চতুর্থাধ্যায়ের ৪৯ অঙ্কিত কল্পে বক্রতাল শ্রেণীর বর্ণনান্তে, কহেন "যাহা হউক তালের বিষয়ে আমরা ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠ, উহাদের কেবল সরল ও আড়া তাল মাত্র আছে, উহাদের বক্র অর্থাৎ মিশ্রতালের কোন সংস্কার নাই"। সপ্তমাধ্যায়ের ৭৫ অঙ্কিত কল্পে কহেন, গমক মূর্চ্ছনা গিট্‌কিরি ইত্যাদি "সঙ্গীতের ভূষণ। উহাদের ব্যবহার ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট বিবেচনায় সঙ্গীত সুমধুর

শুনায় না"। ঐ কল্পের প্রান্তভাগে লিখিত হইয়াছে, "ইউ-রোপীয় সঙ্গীতে, সুর সকল মুর্চ্ছনা দ্বারা সংযুক্ত, ও গমক সহকারে কম্পিত না হইয়া, প্রত্যেক সুর, স্পষ্ট ও দীর্ঘ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

সুর বিষয়ে, স্বরগ্রামের রীতি বিভাগে, হিন্দুসঙ্গীত শ্রেষ্ঠ; তালের বিষয়ে, বক্রতালের ব্যবহারে, হিন্দুসঙ্গীত শ্রেষ্ঠ, এবং সঙ্গীতের ভুষণ যে গমক মুর্চ্ছনাদি, তাহাতেও হিন্দুসঙ্গীত শ্রেষ্ঠ; হে গ্রন্থকার, তবে কোন বিষয়ে, হিন্দুসঙ্গীত নিকৃষ্ট! কৃষ্ণবর্ণ পুরুষেরা ব্যবহার করে, এই দোষ মাত্র। সত্য, স্বীকার করিয়াও অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করা, কি আপনার প্রকৃতি-সিদ্ধ? সুর বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত, শিক্ষকের আবশ্যক; অঙ্গুলি বিক্ষেপের কৌশল শিক্ষার কারণ, শিক্ষকের আবশ্যক; সংস্কার বৃদ্ধির কারণ শিক্ষকের আবশ্যক, এসকল স্বীকার করিয়াও কহিয়াছেন, শিক্ষক ব্যতিরেকেও এই গ্রন্থ সাহায্যে, সঙ্গীত শিক্ষা করা যাইতে পারে, এবং "তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে"। আপনি, কি এদেশীয় ব্যক্তিগণকে, অজ্ঞ জ্ঞান করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, বিরুদ্ধার্থ বাক্যগুলি, এক স্থানে লিখিলাম না; সুতরাং কেহ, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবে না?

আধুনিক ইউরোপীয়েরা, "কঠিনতর সকল শাস্ত্রে জগতের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে," এ কথার অর্থ কি! "কঠিনতর শাস্ত্র" কাহাকে বলে! রেল-ওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোতচালনা, ইত্যাদি; প্রত্যক্ষ জড়জগৎ বিষয়ক শাস্ত্রের নাম কি কঠিনতর শাস্ত্র! গ্রন্থকার! এসকল পদার্থ শাস্ত্রান্তর্গত; কঠিনতর শব্দে, শাস্ত্রের মধ্যে, এসকলকে, শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা যায় না। কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন তর্ক, ইত্যাদি, যদি শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে ইউরোপীয়েরা, অদ্যাবধি প্রাচীন গ্রীক, ও হিন্দুদিগের তুল্যতা লাভ করিয়াছে

পারেন নাই। বাহুল্য দোষ না ঘটিলে, ইউরোপীয় পণ্ডিত গণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াই, এবিষয় সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, তাঁহারা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায়, পার্শ্বিকদর্শী নহেন। যাহা হউক, এ প্রবন্ধে, সে বিষয় লইয়া, বাগ্‌বিতণ্ডা করা অযুক্ত, এদেশে, চীনের রাজত্ব হইলে, আমাদিগের পৃষ্ঠদেশে, বিজড়িত বেণী, বিলুণ্ঠিত হইবে ; এবং যষ্টি খণ্ডদ্বয়ের সাহায্যে ভোজন করিতে করিতে কহিব, "ঈশ্বরের হস্ত রচনা, আহার কার্য্যের পক্ষে, সম্যক্ উপযোগী নহে"।

ইউরোপীয় স্বরলিপির অবলম্বন পক্ষে, গ্রন্থকার, আর একটী যুক্তির উল্লেখ করেন, "ইউরোপীয় স্বরলিপি দেখিতে কেমন সুন্দর"। যথার্থ ; রোরুদ্যমান শিশুর হস্তে, চিত্রিত পত্রাবলি, অর্পণ করিলে, সে, নীরব হইয়া, নিরীক্ষণ করিবে। গ্রন্থকারের গ্রন্থ, যে, তৎকার্য্যের, অর্থাৎ শিশু ভুলাইবার, সম্যক্ উপযোগিতার সহিত, বিরচিত হইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করি।

মুখবন্ধের সমাপ্তি সময়ে কহেন, যে, তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে, কাণ্ঠিক ও যান্ত্রিক সঙ্গীতের এরূপ গ্রন্থ ইতঃপর প্রচার করিবেন, "যদ্দ্বারা শিক্ষকের অত্যল্প সাহায্যে ও নিজ নিজ যত্নে, স্বয়ং গান শিক্ষা ও যন্ত্রাদি বাদন শিক্ষা, করা যাইতে পারিবে"। সেকি, গ্রন্থকার! আপনার, প্রথম গ্রন্থের নাম, "শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা" দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম, কি "শিক্ষকের অত্যল্প সাহায্যে সঙ্গীত শিক্ষা" হওয়া উচিত হয়! তাহার নাম, "অভিলাষ ব্যতিরেকেও সঙ্গীত শিক্ষা" হওয়াই উচিত। হে পাঠকগণ! গ্রন্থকারের মুখবন্ধের প্রকরণ এইরূপ।

গ্রন্থকার, কিম্বা অন্য কেহ, যেন এরূপ অনুমান না করেন, যে আমরা স্বরলিপি প্রথার বিপক্ষ। প্রত্যুত, সঙ্গীতালোচনার সুবিধার কারণ, যথা সম্ভব সরল, অথচ প্রয়োজন সাধক, স্বর-

লিপি, এদেশে প্রচলিত হয়, ইহা আমাদিগেরও অভিলাষ। কিন্তু ইউরোপীয় স্বরলিপির অবলম্বন, যে কারণে, আমাদিগের যুক্তি-সঙ্গত বোধ হয় না, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; নচেৎ কেবল বিজাতীয় বলিয়া, আমরা তাহার বিদ্বেষ্টা নহি। সে পরিমাণের হিন্দুয়ানীর সংস্কার, হিন্দুস্থানে আর নাই। ইংরাজদিগের প্রধান প্রধান গুণ ব্যতীত, আমরা, আর কি না অনুকরণ করিতেছি? ঢাকাই কাপড় ত্যাগ করিয়া কি জিন পেন্‌টুলনের পক্ষপাতী হই নাই? পায়স পিষ্টকের পরিবর্ত্তে কি বিসকুটের আস্বাদন করিতেছি না? না সুরা পান করিতে শিখি নাই? ইংরাজ সৌরিক গণের, "ইয়ং বেঙ্গলের ব্রানডি" সংজ্ঞক মদিরায়, বিশেষ প্রমাণ; আমরা আর সে হিন্দু নাই। বসন ধারণের পক্ষে, শরীরাবরণ ও শোভন, সকল জাতির উদ্দেশ্য, কিন্তু শীত গ্রীষ্মের তারতম্য বশতঃ, দেশ বিশেষে, বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবহার যেরূপ নিতান্ত আবশ্যক, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সঙ্গীত বিষয়েও, তদ্রূপ পৃথকত্বের প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষতঃ, "শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীতশিক্ষা" গ্রন্থের এরূপ উপাধি, নিতান্ত যুক্তি ও প্রমাণ বিরুদ্ধ। ইউরোপে স্বরলিপির পদ্ধতির, অবলম্বন হওয়াতে, কি তথায়, আর সঙ্গীতাচার্য্যের আবশ্যক হয় না? ছাত্রকে, পুনঃপুনঃ এক বিষয়ের উপদেশ দিবার কষ্ট, আচার্য্যকে স্বীকার করিতে হয় না; শিক্ষিত বিষয়, বিস্মৃত হইলে, গ্রন্থ দর্শনে, ছাত্রের পুনর্ব্বার, স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে; দূরস্থ কোন ব্যক্তির সঙ্গীত রচনার স্বরলিপি, দেখিয়া, অন্য সঙ্গীতজ্ঞ, তাহা অভ্যস্ত করিতে পারেন; জাতসংস্কার ব্যক্তি, গৃহে বসিয়া, পুস্তক সাহায্যে, ক্রমিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন; আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, বোধ হয়, স্বরলিপির ইহাই উপকার। বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে

গুরু ও গ্রন্থ, উভয়ই আবশ্যক ; তন্মধ্যে, গুরুই শ্রেষ্ঠ, যে হেতু, গুরুবাক্যের দ্বারা, গ্রন্থ অভাবে, শিক্ষা করা যায় ; কিন্তু গুরু ব্যতিরেকে, গ্রন্থের মর্ম্ম, সিন্ধুতলস্থরত্নের ন্যায়, দুরাহার্য্য পদার্থ। যদি কেবল গ্রন্থের সাহায্যে, বিদ্যা শিক্ষা করা যাইত, তবে, মুদ্রা যন্ত্রের প্রসাদে, এক্ষণে কোন্ বিদ্যার গ্রন্থ অপ্রাপ্য ? সকলেই, সকল বিদ্যায় পটুতা লাভ করিতে পারিত। আমরা, যে সঙ্গীত বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, আমরাও, সঙ্গীতের গ্রন্থ ক্রয় করিয়া, ও সঙ্গীত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ অপেক্ষাও, প্রলোভনীয় উপাধিযুক্ত, গ্রন্থ প্রচার করিতাম, যথা "বিনা চেষ্টাতেও সঙ্গীত শিক্ষা"। আমরা অনুরোধ করি, গ্রন্থকার কিছু দিন যথানিয়মে, শিক্ষা করিয়া, দেশীয় সঙ্গীতের প্রকৃতিজ্ঞ হউন ; কেবল নাটকের গান, ও গতে কি বুঝিবেন। প্রাচীন হিন্দুর ছন্দ, প্রবন্ধ, ধ্রুবপদ, বিষ্ণুপদ ও ভজন রহিয়াছে ; মুসলমানগণের খেয়াল, টপ্পা, চতুরঙ্গ, তেলেনা, গুল, নক্স, কোয়াল, কাওলবানা ইত্যাদি, রহিয়াছে।

তালের বিষয়ে, গ্রন্থকার, ধামারতালটীকে, কঠিন বোধ করিয়া, তাহাকে, লোপ, করিবার অনুরোধ করিয়াছেন ; এবং তদপেক্ষা কঠিন, রুদ্র তালাদি, "কেবল ওস্তাদগণের বিদ্যা-প্রকাশ মাত্র বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন ; আমরা যথাস্থলে সবিস্তারে তত্তৎ বিষয়ের সমালোচন করিব ; এক্ষণে অনুরোধ; গ্রন্থকার সে গুলিও শিক্ষা করুন ; পরে সেই সকল জটিল তাললয় সংযুক্ত, দেশী সঙ্গীতের উপযোগী, কোন স্বরলিপি, রচনা করিয়া প্রকাশ করিলে, আমরা যথার্থই আহ্লাদিত হইব। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেও, যেন ভাবি গ্রন্থকে, এরূপ উপাধিযুক্ত না করেন, "শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা"।

গ্রন্থকারের মুখবন্ধ, যথোচিত ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না,

পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা, আর একটী বিষয়ের আলোচনা করিলেই, গ্রন্থের বাহ্য পরিখা হইতে, উত্তীর্ণ হইতে পারি। ইউরোপীয় রীতির অনুকরণে, এদেশে, কিছুদিন হইতে গ্রন্থ উৎসর্গের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারে, গ্রন্থকার, শ্রীযুত বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে "বঙ্গকবিকুল চূড়" দীর্ঘ উপাধিযুক্ত করিয়া, আপনার দীর্ঘ উপাধিযুক্ত গ্রন্থ-খানি, সমর্পণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের পদাবলী, ভারতের অন্নদামঙ্গলাদি, আমাদের স্মৃতি সংযত থাকিতে, বঙ্গ কবিকুল-চূড় উপাধি সহসা কোন জনকে অর্পণ করিতে পারি না; বিজা-তীয় ভঙ্গীর পদবিন্যাসে, আমরা তত মুগ্ধ হই নাই। মেঘনাদ বধে, লক্ষণের অস্ত্রনির্ম্মাণ উপলক্ষে, বিশ্বকর্ম্মার কার্য্যালয়, ও ইলিয়ডে একিলিজের অস্ত্র নির্ম্মাণ উপলক্ষে, ভলকেনের কার্য্যালয়, এ উভয়ের বর্ণনা আমরা পাঠ করিয়াছি; মাইকেল মহাশয়ের নরকের বিষয় ও বিদিত আছি, ও অডেসি গ্রন্থের, ইউলিসিজের নরক গমনের বর্ণনাও অজ্ঞাত নহি; মিল্টনের পাপ মৃত্যু ও তাঁহার নিদ্রা স্বপ্ন, এ উভয় রূপকেই আমাদিগের লক্ষ্য হইয়াছে। যাহা হউক মাইকেল মহাশয়, গ্রন্থকারের পৃষ্ঠে আছেন, একারণ, সহসা কেহ তাঁহার দোষ উল্লেখে সাহসী হইবে না, তাঁহাকে, গ্রন্থ সমর্পণের, ইহাও একটী প্রধান অভিপ্রায় কি না, আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু মাইকেল্ মহাশয়ের পরিবর্ত্তে, গ্রন্থকার, আমাকে উৎস্থলাভিষিক্ত করিয়া, তদ্রূপে, সন্তুষ্ট করিলেও, আমি সে প্রলোভনে, সত্য কথনে, বিরত হইতাম না। মাই-কেল্ মহাশয়, যদি, তাঁহার আশ্রিত গ্রন্থকারের রক্ষায়, একার কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে আমরা অতি সত্বর দেখিতে পাইব, যে জঘন্য গ্রন্থমাত্রই, তাঁহার নামে অঙ্কিত হইবে,-তাঁহার অভিনব হ্যাপিড এশোরপ রোম, আদিম অবস্থার রোমের

তুল্য ব্যক্তি বৃন্দে, পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। অতএব, বোধ করি, এরূপ প্রয়োজনে, তিনি অবশ্যই লেখনী ধারণ করিবেন।

সঙ্গীতের মূল সূত্র।

প্রথমাধ্যায় স্বরলিপি মঞ্চকুঞ্চিকা ইত্যাদি
দ্বিতীয়াধ্যায় সুরের স্থায়িত্ব বিরাম ইত্যাদি
তৃতীয়াধ্যায় স্বরলিপির বিবিধ ব্যবহার্য্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

আমরা, গ্রন্থকারের মুখবন্ধ সমাধান মতে, বহুকষ্টে অন্তঃ-প্রকোষ্টে প্রবিষ্ট হইলাম ; এক্ষণে অভিপ্রেত কার্য্য নিষ্পন্ন মতে, নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিলে সুস্থ হই ; কারণ প্রবিষ্ট হইয়াও, কষ্টোচিত সুখকর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না। আমাদিগের বহ্বায়াস, দেখিতেছি, বীভৎসরসেই সমাপ্তি লাভ করিবে।

আমরা, একেবারেই উপরোক্ত তিন অধ্যায়ের সমালোচনা করিব, কারণ, তিন অধ্যায়েই, স্বরলিপির সাঙ্কেতিক চিহ্নের বর্ণনা মাত্র ; গ্রন্থকার কি অভিপ্রায়ে যে ইহাকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন, বলিতে পারি না। কিন্তু, এতদধ্যায় ত্রয়ের সমালোচনা, অনায়াস সাধ্য নহে ; কারণ, ইহাতে যে সকল রেখা বিন্দুর বর্ণনা আছে, তৎসমুদয়ের লক্ষণ ও প্রকৃতি স্মৃতি সংযত রাখা, নিতান্ত কষ্টকর ; সমালোচনার অনুরোধে তৎসমুদয় পুনঃপুনঃ অভ্যাস করা, এ জঘন্য গ্রন্থের প্রতি, অযৌক্তিক আদর প্রদর্শন মাত্র। বিশেষতঃ তাহার দীর্ঘ অলোচনায়, পাঠক-বর্গের তুষ্টি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিলে, সে কষ্টও স্বীকার করিতাম। অতএব সুর সম্বন্ধে ; গ্রন্থকারের শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ বিষয়ে, অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া, এই মাত্র বলিতেছি, যে, কেবল সুর তাল নিরূপণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন রচনার কারণ, ক্রিম্ বল্ট ব্রিম্‌লি রিচার্ড প্রভৃতির গ্রন্থাবলী পাঠ করিবার কোন

প্রয়োজন ছিল না ; পরিমিতবুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রই কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিলে তৎসমুদয়ের পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন কল্পনাতে সক্ষম হইতে পারেন। তবে, সে প্রকারে, গ্রন্থকারের পুচ্ছাদি উদ্ভূত হইত কি না সন্দেহ। নূতন কোন সাঙ্কেতিক চিহ্নের রচনা অপেক্ষা, ইউরোপীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, গ্রন্থকার ইহার প্রতিপাদনার্থে বিস্তরবাক্যব্যয় করিয়াছেন, এবং বহু কষ্টে ইউরোপীয় সঙ্গীতাচার্য্যগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তদনুকরণ করিয়াছেন। কেবল মাত্র, অনুকরণের নিমিত্ত, তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগে, আমরা বিস্মিত হই না। আমরা গ্রন্থকারকে নাটকাভিনয়ে, প্রধান নায়িকার অনুকরণ করিতে দেখিয়াছি; তিনি, লোললোচনের লালসা বিলাস সহ, নায়ক শৈলুষের প্রতি, যে ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে, তাঁহাকে স্ত্রীভাবে স্বীকার করিতে কাহারই অসম্মতি ছিল না। ইহাতে, তাঁহার অনুচিকীর্ষাবৃত্তি যে নিতান্ত প্রবল, আমরা অবশ্যই স্বীকার করি, সুতরাং তিনি কিরূপে তাহার প্রভাব নিবারণ করিবেন ; সকলেই স্বীয় নৈসর্গিক বৃত্তির ভৃত্য। আমাদিগের দেশে, নাটকাভিনয় ব্যবসায়রূপে অদ্যাপি পরিগৃহীত হয় নাই; প্রকাশ্য রঙ্গভূমিও নাই, একারণ স্বীয় অনুচিকীর্ষাবৃত্তির সন্তোষ সাধনার্থে, তাঁহাকে এত অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে; নচেৎ অনায়াসেই সাধারণ রঙ্গাঙ্গণে, তিনি কুলটার কপটতা, দূতীর চাতুরী, সুরাপায়ীর ভ্রম, বাতুলের অবিবেকতার অনুকরণ করিতে পারিতেন ; এবং তাহাতে দর্শকেরও চিত্তরঞ্জন হইত। গ্রন্থেও, সেই চাতুরী, কপটতা, ভ্রম, অবিবেকতা, সকলি আছে, কিন্তু ফলের বিভিন্নতা ; বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসমুদয়ের জন্য সমাজের বিরাগভাজন হইতেছেন। কারণ, কেবল মাত্র অনুকরণ দ্বারা রঙ্গভূমিতেই চিত্তরঞ্জন করা যায়, গ্রন্থ রচনায় তদ্বিপরীত ফলোৎ-

পত্তি। অতএব মঞ্চ কুঞ্চিকা, ও ঈষৎদীর্ঘ গোল মস্তক মূর্ত্তির সংযোজনায়, গ্রন্থকার, মঞ্চের নিম্নে ও উপরে যে কি কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহার, এবং শোভার কারণ নীচে উপর দুইদিকেই, তাঁহার গ্রন্থগুলি সংযুক্ত হইতে পারে কি না, এ সকল বিষয়ের, আমরা আর অধিক অনুসন্ধান করিলাম না। পাঠকগণের ইচ্ছা হয়, গ্রন্থকারের মূলে তত্ত্ব করিলে তৎসম্বন্ধীয় দোষাদোষ, অবগত হইতে পারিবেন।

চতুর্থাধ্যায় তাল লয় ছন্দ ইত্যাদির ঔপপত্তিক বিবরণ।

গ্রন্থকার, এতদধ্যায়ের প্রথমেই; তাল লয় ছন্দ ও পদের বর্ণনা করিয়াছেন, তদনন্তর কাণ্ঠিক, যান্ত্রিক, নার্ত্তিক, ইত্যাদি অনুপ্রাসচ্ছটা দ্বারা, সঙ্গীত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। আমরা, দেশীয় যাত্রা শুনিয়াই, সঙ্গীত যে ঐ তিন শ্রেণী বিভক্ত; রিম্বল্‌ট্ ইত্যাদির সাহায্য ব্যতিরেকেও, দীর্ঘকালাবধি তাহা জ্ঞাত আছি, সুতরাং সংস্কারবৃদ্ধিসূচক ধন্যবাদটী, গ্রন্থকারকে প্রদান করিতে পারিলাম না। তৎপরে গ্রন্থকার আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চায়ী আভোগের, উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন; পাঠকবর্গের বিশেষ বোধার্থে এস্থলে ঐ উদাহরণটী অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"আস্থায়ী—এইতো সে কুসুম কানন গো।
অন্তরা—পাইয়াছিলাম যথা পুরুষ রতন গো।
সঞ্চায়ী—সেই পূর্ণ শশধরে সেইরূপ শোভাকরে
আভোগ—সেইমত পিকবরে স্বরে হরে মন গো।"

যাহার, কিছুমাত্র সঙ্গীতে বোধ আছে, সেও বলিবে, "সেই পূর্ণ শশধরে সেইরূপ শোভা করে" এই পদটীই অন্তরা। গ্রন্থ-

কার কহেন, ওটী সঞ্চারী। কি আশ্চর্য্য! ইনি শিক্ষক ব্যতিরেকেও, ব্যক্তিবৃন্দকে, সঙ্গীত শিক্ষায় সক্ষম করিবেন; উত্তম শিক্ষকের প্রাণপণ চেষ্টায়, ইনি স্বয়ং সঙ্গীতে, ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন কি না, সন্দেহ। গ্রন্থকারের এতদুদাহরণে, কেবল চতুষ্পদ প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র, আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগের স্বরূপ লক্ষণ প্রকটিত হয় নাই। আমরা দেখিতেছি, ইউরোপীয় গ্রন্থে, যে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা নাই, তিনি, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন, তবে কি কারণে, সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন? তিনি কি ইহাও জানেন না, যে মৌনই অজ্ঞতার একমাত্র আবরণ? চতুষ্পদ প্রকটনের অব্যবহিত পরেই, গ্রন্থকার কহেন,"ধ্রুবপদাদির এইরূপ পাদনির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গত টপ্পার নহে"। টপ্পার এরূপ পাদনির্দ্দেশ, যদি যুক্তিসঙ্গত না হয়, গ্রন্থকার তবে তাহা করিবার অভিপ্রায় কি? না, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাই করিবেন? আপনি, পূর্ব্বোক্ত উক্তির দ্বারা, আমাদিগকে সতর্ক করিয়া না দিলেও, আমরা, ঐ পাদনির্দ্দেশ যে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিতাম।

তদনন্তর, গ্রন্থকার, তালগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, "সরলতাল, আড়াতাল, ও বক্র বা মিশ্র তাল"। সরল তালের বর্ণনা এই "এমত কতকগুলি তাল আছে, যাহাদের প্রত্যেকের পদ সকলে ষোড়শ সঙ্খ্যক মাত্রা থাকাতে, সকল পদই সমান দীর্ঘ, আর ঐ ষোড়শ সঙ্খ্যক হয় দুই কিম্বা চারি"। এই বর্ণনার শেষভাগ, অর্থাৎ "আর ঐ ষোড়শ সঙ্খ্যা হয় দুই কিম্বা চারি" আমরা, সম্প্রতি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বাগ্দেবীর প্রসাদাৎ, ইতঃপর বুঝিতে পারি, দোষ গুণ বিচার করিব। তিয়েটতালা, মধ্যমান, কাওয়ালি, আড়াঠেকা,

চৌতাল, ইহারা এই সরলতাল শ্রেণীর অন্তর্গত। ভগ্নাংশের অঙ্ক, তালের সঙ্কেত চিহ্নরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, কিন্তু হায় কি কহিব, আড়াঠেকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন $\frac{২}{৪}$, চৌতালের সাঙ্কেতিক চিহ্নও $\frac{২}{৪}$; কাওয়ালির সাঙ্কেতিক চিহ্নও $\frac{২}{৪}$। এরূপ সম সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা, তালের পৃথক্ত্ব, যে কিরূপে রক্ষা পাইবে, বুঝিতে পারি না। চিত্রিত পত্র দেখিয়া, বাজাইবার সময়ে, $\frac{২}{৪}$ চিহ্ন দৃষ্টে, কেহবা চৌতালের লয়ে বাজাইবে, এবং কেহবা কাওয়ালির লয়ে বাজাইবে; অথচ, এ দুই তালের প্রকৃতিগত যে কত বিভিন্নতা, সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। মধ্যমান, ঢিমেতেতালা, ও কাওয়ালির মধ্যে পরস্পর অনেক সাদৃশ্য সত্ত্বেও, হ্রস্ব দীর্ঘের তারতম্য বশতঃ তৎসমুদয় পৃথক্ পৃথক্ নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছে; যে হিন্দু সঙ্গীতের এত সূক্ষ্ম বিভাগ, কালক্রমে তাহা কি এরূপ স্থূল হইয়া উঠিবে, যে সঙ্গতের সময়ে, সকল তালই, একরূপ আঘাতের দ্বারা নিষ্পাদিত হইবে। এই দোষ পরিহারার্থ, দেখিলাম, গ্রন্থকার বঙ্গৈকতান সংজ্ঞক গতাবলীর চিত্রে, পরিকল্পিত তালাঙ্কও লিখিয়াছেন, এবং শিরোভাগে তালের নামও লিখিয়া দিয়াছেন, অতএব, যদি তালের নামই লিখিতে হইল, হে গ্রন্থকার! তবে এতকষ্ট স্বীকার করিয়া, ভগ্নাংশের অঙ্ক, সঙ্কেত চিহ্নরূপে পরিকল্পিত করার প্রয়োজন কি?* দেখিলাম সকল তালের, সাঙ্কেতিক চিহ্ন, ভগ্নাংশের অঙ্ক নহে; যথা, মধ্যমানের চিহ্ন C অক্ষর; তেতালার চিহ্ন ইত্যাকার অক্ষর; কেন, কতক অক্ষর চিহ্ন, কতক অঙ্কচিহ্ন, ইহার অভিপ্রায় কি? ইউরোপ প্রচলিত তালে C চিহ্ন আছে বলিয়া, সেটী না রাখিলে, নকল করা সম্পূর্ণ হয় না, এই জন্য? অথবা গ্রন্থকার জানেন, যে চিহ্নই কল্পনা করিনা কেন, শিরোভাগে

তালের নাম না লিখিলে চলিবে না, সুতরাং গোলমাল হইল বা, একটা কিছু লিখিয়া দেই?

দ্বিতীয় শ্রেণীর তাল, আড়াতাল সংজ্ঞক, তাহার বর্ণনা এই, "এমত কতকগুলি তাল আছে, যাহাদের প্রত্যেক পদমধ্যগত মাত্রার সঙ্খ্যা তিন, যথা একতালা, আড়খেমটা, খেমটা, দাদ্‌রা ইত্যাদি। ইহাদিগেরও চারিটী করিয়া পদ, সকল পদই পরস্পর সমান দীর্ঘ। গ্রন্থকার একতালা তালের দুই প্রকারে পাদবিভাগ করিয়াছেন, প্রথম প্রকারে কহেন, ইহার চারিটী পদ, ও প্রতিপদে তিনটী মাত্রা, তিনটী আঘাত, একটী ফাঁক; দ্বিতীয় প্রকারে কহেন, ইহার তিনটী পদ, প্রতিপদে দুইটী দীর্ঘ বা চারিটী হ্রস্ব মাত্রা, এবং ইহার ফাঁক না থাকায়, ইহাকে একতালা কহে। স্বরূপতঃ ফাঁক না থাকা, ইহার একতালা নাম হওয়ার পক্ষে কারণ নহে; আড়াচৌতাল, ধামারেরও ফাঁক নাই। একতালা, ছয় মাত্রার তাল; প্রতিমাত্রা, স্বতন্ত্র, ও আঘাত বিশিষ্ট, এবং সেই কারণেই ইহার নাম একতালা। হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রে একতালার লক্ষণ এই "দ্রুতমেকং ভবেৎযত্র সৈকতা-লেতি সঙ্গীত"। শাস্ত্রে, ইহার নামানুযায়ী এরূপ বর্ণনা থাকি-তে, গ্রন্থকার, কেন এরূপ বিব্রত হয়েন? কখন বা দুই মাত্রার কখন বা তিন মাত্রার পদে বিভাগ করেন? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার কহিতে পারেন C কোন্ নির্ব্বোধ হিন্দু শাস্ত্রের পুস্তক দেখে, তাহারা কি দেখিতে তত সুন্দর। C গ্রন্থকারের তালালোচনা কিরূপ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ স্বরূপে, জৎ তালের আদ্যো-পান্ত উদ্ধৃত করিলাম। "জৎ তালের চারিটী পদ। তাহাদের গতি অতি দ্রুত, ঐ চারিটী পদ সমান দীর্ঘ নহে, তন্মধ্যে প্রথ-ম ও তৃতীয় পদ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, ও উহাদের প্রত্যেক পদ তিনটী হ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ,

যথা—*, ১´—২´—৩´ ; ১´—২´—৩´-৪´ , ‡ ১´-২´-৩´-১´-২-৩´-৪´ ; • ১´-২-৩ ; † ১´-২-৩-৪। এই কএকটী অঙ্ক, অতি দ্রুত উচ্চারণ করিয়া, তৎকালে প্রত্যেক পদের চিহ্নানুসারে, আঘাত ও ফাঁক্ দিলে, ঐ তালের ছন্দ হৃদয়ঙ্গম হইবে"। ইহার সহিত আমরা, গ্রন্থের দ্বিতীয় চিত্রিত পত্রের পঞ্চম চিত্র হইতে, ঐ তালের ঠেকার বোলটীও উদ্ধৃত করিলাম যথা—

"ধিন্ ; ধা ধিন্ ধাগে তিন, নাতিন ধাগে"।

এক্ষণে, আমাদিগের বক্তব্য এই, যে জৎ তালের, এই পাদ নির্দ্দেশ ইত্যাদির বর্ণনা পাঠ করিয়া, ও ঠেকার বোল্টী মুখস্থ করিয়া, কাহার নিকট কিছুমাত্র উপদেশ না লইয়া, কোন সঙ্গীতাজ্ঞ জন, যদি এই তালটী আয়ত্ত করিতে পারে, তবে আমরা গ্রন্থকারের কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিব। কিন্তু তাহা যে কস্মিন্ কালেও ঘটিবে না ; সুবোধ পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন।

গ্রন্থকার, ধামার তালের উল্লেখে কহেন, "এই তালটীর যথাযোগ্য লয় রাখা কঠিন, কেন না ইহার দীর্ঘতর পাদদ্বয়ে পাঁচ মাত্রা থাকে"। অবশেষে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, "আমার মতে ধামার তালটী লোপ হওয়া উচিত"। গ্রন্থকার! সত্য, কঠিন বিষয় সহজে আয়ত্ত হয় না, অতএব আপনি যদি ধামার তালটী সঙ্গীতে লোপ করিতে পারেন, তবে প্রার্থনা, চেষ্টা করিবেন, যাহাতে বিদ্যালয় হইতে, জেমিতি শিক্ষার প্রথাটীও উঠিয়া যায় ; কারণ সেটীও অতি কঠিন। তেওটের

---

* সমের চিহ্ন ‡ অতীত অর্থাৎ তৃতীয় তালের চিহ্ন † বিষম অর্থাৎ প্রথম তালের চিহ্ন 0 অনাঘাত অর্থাৎ ফাঁকের চিহ্ন।

ন্যায়, ধামার ১৪ মাত্রার তাল, এবং তেওটের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে, ইহার লোপের আবশ্যকতা পক্ষে, ইহাও একটী কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে। আংশিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও, ধামার ও তেওটে কি কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই? যদি না থাকে, তবে গ্রন্থকার কি বুঝিয়া তেওটের C ও $\frac{৭}{৪}$ চিহ্ন, ধামারের $\frac{৭}{৮}$ ও $\frac{৭}{৮}$ চিহ্ন নির্দ্দেশ করিলেন? কিছুমাত্র পৃথক্‌ত্ব না থাকিলে, কি রূপে চিহ্ন পৃথক্ হয়? কঠিন বলিয়া গায়ক ও বাদকে, ধামার তাল লইয়া বিবাদ ঘটনা হয়, ইহাও কহিয়াছেন; গ্রন্থকারের ন্যায় অর্দ্ধ শিক্ষিত গায়ক বাদকের মধ্যে, তদ্রূপ কলহ ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ, সুশিক্ষিত দলেও যদি সেরূপ মত বিভিন্নতা দেখিয়া থাকেন, তাহাতেই কি প্রাচীন তালটীর লোপ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ? দর্শন শাস্ত্র লইয়া, আবহমানকালপর্য্যন্ত, পণ্ডিত-গণ কলহ করিয়া আসিতেছেন; তবে, তাহাও লোপ হউক। সিদ্ধান্তটী, কি অকাট্য, বুদ্ধিটী কি সূক্ষ্ম, লক্ষ্য হয় কি না।

তালের অধ্যায়ে, আমরা, আর অধিক সময় নষ্ট করিব না; যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই, পাঠকগণ তাহার অসারত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। সমাপ্তি সময়ে, গ্রন্থকারের কেবল আর একটী বাক্য উদ্ধৃত করিব; সেটী এই "এতদ্ব্যতীত রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল, বিষ্ণুতাল, নবগ্রহতাল নামক আরও কতকগুলি তাল আছে, তাহারা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, বস্তুতঃ সে সকল কেবল ওস্তাদ মহাশয়দিগের বিদ্যাপ্রকাশ মাত্র" আমরা স্বীকার করিতেছি, গ্রন্থকারের উক্তিটী সত্য; সেই সকল তালেই ওস্তাদ মহাশদিগের বিদ্যা প্রকাশ, সঙ্গীতাচার্য্যগণের সেই গুলিই গূঢ় সম্পত্তি। তাহা না হইলে আড়খেমটা, খেমটা, ইত্যাদি সামান্য তাল শিখিয়া, যে সকল নির্ব্বোধেরা, তালজ্ঞতার অভি-

মান করে, তাহাদিগের সহিত, আচার্য্যগণের কি বিশেষ থাকিত? "বিদ্যাপ্রকাশ" পদের অর্থ যদি শ্লেষোক্তিতে "অসার" হয়, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেগুলি কি কারণে অসার? সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না বলিয়া? মনোবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্র, 'সকলে জানে না, সচরাচর ব্যবহারও নাই একারণ কি সে সমস্ত অসার? গ্রন্থকার তুমি ভয়ানক ভ্রমে নিপতিত হইয়াছ। তোমার যুক্তিই তোমার বিপক্ষ; সামান্য বস্তুই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। আমার মণি মুক্তা নাই, এবং সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দেখি না, একারণ কি সে সকল অসার? না সে সমস্ত সম্ভ্রান্তগণের ভূষণ? হে পাঠকগণ! আপনারা গ্রন্থকারের তালাধ্যায়ের সমালোচনে বুঝিয়াছেন, যে তাঁহার বর্ণনা ও সঙ্কেত চিহ্নের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তিন ঘণ্টা শ্রম করিলেও, একটী সামান্য তাল আয়ত্ত হইবে না; অথচ সেই সময়ের মধ্যে, শিক্ষকের প্রসাদে, একটী উৎকৃষ্ট তাল, অপেক্ষাকৃত অল্পশ্রমে শিক্ষা করা যাইতে পারে; তবে "শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা" নামক গ্রন্থের প্রয়োজন কি? আমরা ইহা হইতে কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলাম না।

অতএব হে জ্ঞানপ্রদ গুরো! আমি চিরকাল তোমার দাসত্ব করিব, তোমা বিহনে কোন কার্য্য করিতে পারিব আমার এরূপ দাম্ভিক সংস্কার যেন কখন উদয় না হয়। পক্ষান্তরে, হে শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীতশিক্ষানামক গ্রন্থের গ্রন্থকার! হে গুরুসাহায্য বিদ্বেষ্টা! তোমার ভ্রান্তি সঙ্কুল বহ্বায়াসের পুরস্কারে কহিতেছি, লজ্জার অনুরোধ রক্ষা কর এবং মুদ্রিত পুস্তকগুলি অগ্নিসাৎ কর।

পঞ্চমাধ্যায় ।

সাঙ্গীতিক অন্তর, স্বরগ্রাম, বিকৃত সুর ইত্যাদি ।

"একটি সুর বা পর্দ্দা হইতে অন্য সুরের বা পর্দ্দার যে দূরতা তাহাকে সাঙ্গীতিক অন্তর কহে যথা,-সা হইতে রি এক সুর বা এক পর্দ্দা উচ্চ" । গ্রন্থকারের এ অধ্যায়ের এই প্রথম বাক্য ; এবং আমরা তাহা অবগত হইয়া, হেম্‌লেটের বন্ধু হোর‍্যাসিয়ের উক্তি উচ্চারণ করিলাম ; We need not a ghost to tell us that.

তদনন্তর ;--"সঙ্গীতের আট্‌টী স্বাভাবিক সুরের পরম্পরাগত আনুলোমিক কিম্বা বিলোমিক ক্রমকে, অর্থাৎ শ্রেণীকে স্বর-গ্রাম কহে" । আমরা জানিতাম, সাত সুরেই এক গ্রাম হয় ; গ্রন্থকার, সে প্রাচীন মতের বিরুদ্ধে, এই আপত্তি করেন, যে যদি সাত সুরে গ্রাম সম্পূর্ণ হয়, তবে গ্রামের সর্ব্বোচ্চ সুর যে নিখাদ, তৎপরবর্ত্তী শ্রুতি গুলি কোন্‌ গ্রামের মধ্যে পরিগণিত হইবে ? একারণ, আট সুরে অর্থাৎ খরজ হইতে দ্বিতীয় গ্রা-মের খরজ পর্য্যন্ত, এক গ্রাম গণনা করা আবশ্যক । আমরা দুঃখিত হইলাম, গ্রন্থকার, সঙ্গীতের এত গ্রন্থ পড়িয়া, ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই । আমরা কহিতেছি, নিখাদ ও তৎপরবর্ত্তী খরজের অন্তর্গত শ্রুতি গুলি প্রথম গ্রামের মধ্যে পরিগণিত হইবে । গ্রন্থকারকে, ইংরাজীর সম্পর্ক না রাখিয়া, বুঝাইলে বুঝিবেন না, এবং গণিতবিদ্যায় বিশেষ পটু দেখিতেছি, একারণ, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের এইরূপ মীমাংসা করিতেছি । সামান্যতঃ, ১ হইতে ৯ অবধি অঙ্কের 'একং' (unit) সংজ্ঞা বটে, কিন্তু ৯ ৳, কি সেই, 'একং' গণ্য নহে ? না, তাহাকে-দশং (tens) মধ্যে গণ্য করিবেন ? এক হইতে দশের অনধিক যাবৎ সংখ্যক অঙ্ক, 'একং' মধ্যে গণ্য ; কিন্তু দশ স্বয়ং 'একং' দলভুক্ত নহে । সেইরূপ প্রথম খরজ হইতে

দ্বিতীয় খরজের অনধিক তাবৎ সংখ্যক সুর ও শ্রুতি, প্রথম গ্রাম গণ্য, কিন্তু দ্বিতীয় খরজ স্বয়ং সে গ্রাম ভুক্ত নহে। ভগ্নাংশ অঙ্ক, ও শ্রুতির সচরাচর অব্যবহার বশতঃ সামান্যতঃ ৯ অবধি 'একং' এবং নিখাদ অবধি গ্রাম সমাপ্তি গণনা করা হয়; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ৯½ প্রভৃতি ভগ্নাংশগুলি, যেরূপ 'একং' মধ্যে গণ্য, নিখাদের পরবর্ত্তী শ্রুতিগুলিও, সেই রূপ যে প্রথম গ্রামমধ্যে গণনীয়, ইহা বোধগম্য হইবে। কিন্তু গ্রন্থকার বুঝিয়াও যে স্বীকার করিবেন এরূপ বোধ হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণকে বিনা হেতুতে অপদস্থ করিতে বিফল চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার কহেন, কণ্ঠে বা যন্ত্রে সুর সাধিবার সময়ে অনুলোম বিলোমে, সা হইতে সা পর্য্যন্ত সাধন করা হয়, নিখাদে সমাপ্তি হয় না; ইহাও আট সুরে গ্রাম রচনার একটী যুক্তি নাকি? সেরূপে সাধিবার কারণ কি? সুর সাধনে ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা,--প্রথম সা ও দ্বিতীয় সা ঐক্য হয় কিনা, ইহাই জানিবার নিমিত্ত। যেহেতু, কণ্ঠ সাধনা সময়ে, প্রথম খরজের সাক্ষী তম্বুরার ঘুড়ির তার; স্বর সাধনার ব্যতিক্রম হইলে, তাহার সহিত, কখনই দ্বিতীয় সা ঐক্য হয় না। আমাদিগের প্রাচীন সপ্তক-মত রক্ষা হইল; এক্ষণে গ্রন্থকারের অষ্টকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য এই, যদি প্রথম সা হইতে দ্বিতীয় সা পর্য্যন্ত এক গ্রাম গণনা করা হয় তবে দ্বিতীয় গ্রামের ঋখব কি তদ্‌গ্রামের প্রথম সুর বলিয়া গণ্য হইবে? কারণ তাহার খরজ প্রথম-গ্রামভুক্ত, যদি খরজ প্রথম গ্রামভুক্ত না হয়, তবে কিরূপে অষ্টকমত রক্ষা পায়। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের নিমিত্ত, বোধ করি, গ্রন্থকারকে ইউরোপ হইতে পুনর্ব্বার নূতন গ্রন্থ আনাইতে হইবে। তাঁহার অগ্রস্থ গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহার মীমাংসা থাকিলে অবশ্য লিখিতেন।

তৎপরে, গ্রন্থকার, অগত্যা প্রাচীন মতানুসারে তিনটী গ্রাম বিভাগ করিয়া, তাহার নামকরণ করিয়াছেন যথা,--উদারা বা খরজ--গ্রাম, মুদারা বা মধ্যম--গ্রাম, এবং তারা বা গান্ধার-গ্রাম। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রেও এইরূপ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু বোধসুগমার্থে, সবিস্তারে, গ্রন্থকারের লেখা উচিত ছিল যে, মধ্যম গ্রামাপেক্ষা উচ্চ গ্রামকে কিরূপে গান্ধার-গ্রাম বলা যাইতে পারে? যেহেতু, মধ্যমাপেক্ষা গান্ধার নীচু সুর,--অপেক্ষাকৃত উচ্চগ্রামে কিরূপে তাহার অধিকার কল্পিত হয়?

তদন্তে, গ্রন্থকার কহেন, পুরুষের কণ্ঠে খরজ ও মধ্যম--গ্রাম, এবং স্ত্রীলোকের কণ্ঠে মধ্যম ও গান্ধার--গ্রাম নির্গত হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি এই, যে পুরুষের কণ্ঠে তারাগ্রাম, ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠে খরজ--গ্রাম নির্গত হয় না? আমরা ইহার বিপরীত ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিয়াছি। তবে কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন এক ব্যক্তির কণ্ঠে তিন গ্রামের সমুদয় সুর নির্গত হইতে সচরাচর দেখা যায় না বটে। মুদারার খরজ স্থাপনার গুরুত্ব লঘুত্বের ব্যতিক্রম বশতঃ,এক ব্যক্তিকেই, পৃথক্ পৃথক্ গ্রামের স্বর প্রকাশে অক্ষম হইতে হয়; অর্থাৎ মুদারার খরজ, নিতান্ত মৃদুরূপে গৃহীত হইলে, অনায়াসে তারাগ্রামের সমুদয় সুর আয়ত্ত হয়, কিন্তু উদারার হয় না, এবং তদ্বিপরীতে উদারার সমুদয় সুর নির্গত হয়, তারার হয় না। কিন্তু পুরুষের কণ্ঠে, যে তারা-গ্রামের সুর নিগত হয় না, ইহা যদি সত্য হয়, তবে সে ভারতবর্ষের পুরুষের নহে, কারণ, আমরা অনেক বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী গায়কের কণ্ঠ হইতে, তারার সুমধুর সুরসমূহের আস্বাদন পাইয়াছি, পক্ষান্তরে, হিন্দুস্থানী গায়িকাগণের কণ্ঠে উদারার পরিচয়ও প্রাপ্ত হইয়াছি। পুরুষের কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত

গম্ভীর, স্ত্রী পুরুষের কণ্ঠের এই বিভিন্নতা মাত্র। যে অভিপ্রায়ে, বামাবদন, শ্মশ্রু বিহীন হইয়া, অপেক্ষাকৃত প্রিয়দর্শন হইয়াছে; সেই অভিপ্রায়েই, বামাস্বর, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মত্ব ও উজ্জ্বলত্ব লাভ করিয়াছে, নচেৎ স্বরনির্গমানুকূল শরীর যন্ত্র, উভয়ের সমভাবে বিরচিত। আমরা ইহা বিশ্বাস করি না, ঈভ্ অপেক্ষা আদমের পঞ্জরাস্থি একখানি কম্। গ্রন্থকার কহেন, সচারাচর নীরোগ স্বাভাবিক কণ্ঠ হইতে এগারটী জোর বারটী সুর নির্গত হয়। কেন? গ্রন্থকার, কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদিগের নিকটে আইলে, উদারার খরজ, ও তারার ধৈবত, নিখাদ, এই তিনটী সুর ব্যতীত, তিন গ্রামের অবশিষ্ট আঠারখানি বিশুদ্ধ সুর, শুনাইতে, পারে, এমন লোকের নিকট তাঁহাকে, পরিচিত করিয়া দিব। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ আছে, কেবল কোন গ্রন্থের কথায় প্রত্যয় করিয়া, গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে, সে কথাগুলি সত্য কি না পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া আবশ্যক সেটী তাঁহার নাই। স্বাভাবিক কণ্ঠ শব্দে যদি অসাধিত কণ্ঠ বুঝায়, বলিতে পারি না, কিন্তু এখানে অসাধিত কণ্ঠের উল্লেখের আবশ্যক কি? কহেন, সচরাচর সাদা গীত ও গতে এই বারটীর অধিক সুরের কখন আবশ্যক হয় না। সত্য, অশিক্ষিত বালকগণের ব্যবহার্য্য 'নাটকের' গীত, 'নাটকের' গত।

তদনন্তর, আমরা যাহাকে সহজ ঠাট কহি, অর্থাৎ যাহাতে কড়ি কোমল সুরের যোগ নাই, তাহার বর্ণনান্তে, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিলেন পূর্ণ-স্বারিক গ্রাম। যাহা হউক ঠাটকেই গ্রাম বলিয়া স্বীকার করিলাম; এই গ্রাম স্বাভাবিক; এবং কি কারণে ইহা জগতের সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহার বিষয় অধ্যায়ান্তরে কহিবেন। এক্ষণে বিকৃত অর্থাৎ কড়ি

কোমল সুরের আলোচনা। তদর্থ এই, পর্য্যায়ক্রমে পর্দ্দা বসাইলে সুর ও ঋখবের অবকাশ মধ্যে কোমল ঋখব, ঋখব গান্ধারের মধ্যে কোমল গান্ধার, মধ্যম পঞ্চমের মধ্যে কড়ি মধ্যম, পঞ্চম ধৈবতের মধ্যে কোমল ধৈবত, ও ধৈবত নিখাদের মধ্যে কোমল নিখাদের উৎপত্তি হয়। "ইহাদিগকে অনুক্রমে কড়ি সা, কড়ি রি, কোমল পা, কড়ি ধা, কড়ি নিও বলা যায়"। কিন্তু অগৌণে পুনর্ব্বার কহেন, তৃতীয় ও সপ্তম অন্তর অর্দ্ধ বলিয়া গান্ধার ও নিখাদের কড়িত্ব নাই, এবং খরজ ও মধ্যমের কোমলত্ব নাই, গান্ধার ও নিখাদের কড়ি সহজেই মধ্যম ও খরজ, এবং মধ্যম ও খরজের কোমল-গান্ধার ও নিখাদ। নিখাদের যদি কড়িত্ব না থাকে, তবে কিরূপে কহিলেন, কড়ি নিও কহা যায়? খরজের কোমলত্বের খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয়, গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ে, খরজের কড়িত্ব থাকিতে পারে। সেরূপ সংস্কার যদ্যপি থাকে, তবে সেটি ঘোর ভ্রম। গ্রাম সোপান রচনার মূলভিত্তি, খরজ, সেই খরজ, যদি অচল না হয়, তবে সে গ্রামও রক্ষা পায় না। সুরের মধ্যে খরজ স্বাধীন রাজার ন্যায়; সে মৃদু বা উগ্র যখন যে ভাব ধারণ করিবে, সেই তাহার স্বরূপ; তাহার অন্য কোন ভাবের অবস্থিতী স্বীকার করিলে, অনুজীবী আর ছয় সুরের গতি কি?-তাহারা, তাহার কোন্ ভাবের অনুগামী হইবে? ইহার সবিস্তার বিবরণ প্রকাশ করিলে, গ্রন্থকারের কেবল বিনা শ্রমে শিক্ষা লাভ মাত্র। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিকৃত সুরসম্বন্ধে যে তাহার ভ্রম আছে, পাঠকগণ ইহা বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট।

স্বাভাবিক ও বিকৃত উভয়বিধ সুরযুক্ত যে সপ্তক, (গ্রন্থকারের অষ্টক) যাহাকে আমরা অচল ঠাট বলি, গ্রন্থকার

তাহার নাম রাখিলেন-অচল স্বারিক গ্রাম। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি এরূপ বিদ্বেষ যে, তাহারা সকল কার্য্যই হিন্দুর বিপরীত রূপে করে। হিন্দুরা কদলী পত্রের যে পৃষ্ঠায় আহার করে, তাহারা তাহার বিপরীত পৃষ্ঠায়; হিন্দুরা পূর্ব্ব মুখ হইয়া সন্ধ্যা উপাসনাদি করে, তাহারা পশ্চিম মুখ হইয়া করে, উপায় নাই বলিয়া, হিন্দুর ন্যায়, বদন দ্বারা আহার করে। গ্রন্থকারেরও সেইরূপ ব্যবহার দেখিতেছি। আমরা অচল ঠাট বলি, তিনি তাহা বলিবেন না; অচল-স্বারিক গ্রাম আমরা যাহাকে 'দিন' বলি, গ্রন্থকার তাহাকে কি বলেন? বোধ করি, 'সূর্য্য বিভাষিত নক্ষত্রবিহীন একপ্রকার রাত্রি'।

"ইহা অপেক্ষা, (অর্থাৎ কড়ি কোমলের বিভাগ অপেক্ষা) গ্রামকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বরে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সেই ক্ষুদ্র স্বরগুলি শ্রুতি নামে বাচ্য"। তদনন্তর পত্র প্রান্তে, গ্রন্থকার ক্ষুদ্রাক্ষরে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বাইসটি শ্রুতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কহিতে ত্রুটি করেন নাই, অধুনা ইহারা গীত বাদ্যে প্রায় ব্যবহৃত হয় না। হে প্রায় শব্দ! অর্দ্ধজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনায়, তোমার সাহায্য কতই উপকারক। যাহা হউক, শ্রুতি, গান বাজনায়, ব্যবহার হয় কি না, ইতঃপর বিবেচ্য হইবে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, কামোদতি, মন্দা, ছন্দাবতী ও দয়াবতী; খরজ ও ঋখবের মধ্যে এই চারিটী শ্রুতি, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কোমল-রিখবও খরজ, রিখবের মধ্যগত, অতএব সেটি সুর মধ্যে গণ্য, অথবা পুর্ব্বোক্ত শ্রুতিগুলির অন্যতম? উদাহরণার্থে কোমল-ঋখবের নাম উক্ত হইল, নচেৎ প্রতি সুরদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ শ্রুতি ও বিকৃত সুরের সংশয় আছে, গ্রন্থকারের এটি মীমাংসা করা উচিত ছিল, অভাব পক্ষে, ইতঃপর মীমাংসা করিয়া দেওয়া ও উচিত।

তৎপরে উক্ত হইয়াছে, "অচল ঠাটেও যথার্থ বিকৃত সুরগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেন না উহাতে কড়ি ও কোমলের ভিন্ন ভিন্ন পর্দ্দা নাই, একটী সুরের কোমলকেই, তাহার অব্যবহিত খাদের কড়ি বলিয়া ব্যবহার করা হয়"। এ দেশে কোন্ গায়ক সে ভাবে ব্যবহার করে? আমরা কখন শুনি নাই, কেহ কোমল-ঋখবকে, কড়ি খরজ বলিয়া অথবা কোমল-গান্ধারকে, কড়ি-ঋখব বলিয়া ব্যবহার করে। গ্রন্থকার এ সকল কোথায় পাইলেন? "কড়ি কোমলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পর্দ্দা সন্নিবিষ্ট করত (অর্থাৎ অনুমান করি খরজ-কড়ি-খরজ-কোমল ঋখব-রিখব-কড়ি-রিখব ইত্যাদি রূপে) একটি স্বরগ্রাম প্রস্তুত করিলে উনিশ্‌টি অন্তরবিশিষ্ট কুড়িটি সুরের উৎপত্তি হয়"। ইহার নাম রাখিলেন "মাধুরাচালিক স্বরগ্রাম"। অধুনা এরূপ গ্রামের ব্যবহার প্রায় দৃষ্ট হয় না" পুনর্ব্বার হে প্রায়! তোমার আশ্রয় গ্রহণ! এরূপ গ্রামের ব্যবহার, এক্ষণে দৃষ্ট হয় না, এবং আমরা যত দূর জানি, তাহাতে এ দেশে যে কখন ব্যবহার ছিল, তাহারও প্রমাণ পাই না। বিশেষতঃ, গ্রন্থকার এই অধ্যায়ের ৬৫ অঙ্কিত কম্পে পুর্ব্বেই কহিয়াছেন, খরজ মধ্যমের কোমলত্ব, ও গান্ধার নিখাদের কড়িত্ব নাই, তাহা না থাকিলে এক গ্রামের মধ্যে ২০টী সুর বিভাগ কিরূপে হয়? এবং সেরূপে বিভক্ত হইলে, ২২টী শ্রুতিই বা কোথায় স্থান পায়? স্ত্রী পুরুষরূপী শ্রুতি ও সুরগুলিকে, পরস্পর আলিঙ্গিত অবস্থাপন্ন হইতে হয়। এই গ্রামের বিশেষ ব্যুৎপত্তির কারণ, গ্রন্থকার কহেন, ষষ্ঠ পত্রের চতুর্থ চিত্রে ঐ গ্রামের স্বরলিপি দেখ। গ্রন্থকার যে পথ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার অবলম্বনে আমরা সে গ্রাম প্রাপ্ত হইলাম না। অপরিচিত পথিকের কষ্ট প্রদ, তাঁহার এরূপ রাখাল রসিকতায়, আমরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলাম।

যাহা হউক, অনুসন্ধান করিয়া পঞ্চম পত্রে উদ্দেশ্য চিত্র পাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ২১টী অন্তরবিশিষ্ট ২২টী সুর অঙ্কিত রহিয়াছে, অথচ লিখিয়াছেন, এ গ্রামে ১৯টী অন্তরবিশিষ্ট ২০টী সুর। চিত্রে ও বর্ণনার কি ঐক্য! তাঁহার উচিত ছিল এইরূপ বর্ণনা করা, এই গ্রামে 'প্রায়' ১৯টী অন্তরযুক্ত 'প্রায়' ২০টী সুর থাকে।

গ্রন্থকার, পূর্ণ-স্বারিক, অচল-স্বারিক, মাধুরাচালিক ইত্যাদি গ্রামের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু গ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি কোথায়? গ্রন্থের উপাধিতে, প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে, শিক্ষকের আবশ্যক নাই, এক্ষণে, গ্রাম শব্দের অর্থ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? এরূপ উপাধিযুক্ত গ্রন্থে কোন কথা লুপ্ত রাখা উচিত নহে। আমাদিগের তাদৃশ অর্থ সঙ্গতি নাই, যে বিলাত হইতে, বহুমূল্য গ্রন্থ আনিয়া সকল বিষয় অবগত হই। গ্রন্থকারের গ্রন্থই এক্ষণে এদেশের সঙ্গীত শাস্ত্রের সর্ব্বস্ব। কারণ, শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা হইতে পারে, প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেহই এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন নাই।

হায়! গ্রন্থকারের এরূপ ভাব, আমরা অগ্রে জানিতে পারিলে, এতদ্‌গ্রন্থের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিতাম না; আমরা ভাবিয়াছিলাম, অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায়, ইহাতে দোষ গুণ উভয়ই আছে। * * * *

ষষ্ঠাধ্যায়।

ভিন্ন ভিন্ন স্বরগ্রাম ও তাহা প্রস্তুতের রীতি ইত্যাদি।

ইতঃপর, গ্রাম পরিবর্ত্তনের কথা, "বাদনাদির সময়ে গীতাদিকে এক খরজ হইতে অন্য খরজে আনয়ন করাকে গ্রাম পরিবর্ত্তন কহে"। আমু ইহার এই অর্থ বুঝিয়াছিলাম, আরোহী, অবরোহী সাধন, কেননা, আরোহী অবরোহীতে গীতাদি এক খরজ হইতে অন্য খরজে নীত হয়। কিন্তু তাহা নহে, খরজকে পরিত্যাগ করত, ঋথবাদি অন্য কোন সুরকে খরজ কল্পনা করিয়া তদনুসারে গীতাদি আলোচনা করার নাম, গ্রামপরিবর্ত্তন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে লাভ কি? নিরপরাধি খরজকে, খরজত্বে বঞ্চিত না করিয়া, ইচ্ছামত তাহার পরিমাণের খর্ব্বতা বা উচ্চতা সাধন করিলেই হয়, তবে, ইউরোপীয় যন্ত্রগুলি, দোকানদারের বাঁধা, তাহাতে খরজের পরিমাণের পরিবর্ত্তন করা বাদকের সাধ্যাতীত, সুতরাং সে সকল যন্ত্রে সেটী দুঃসাধ্য বটে।

তদনন্তর, ঐ রূপে গ্রাম রচনা করিতে হইলে, কোন কোন সুরকে খরজ কল্পনা করিতে হইলে, প্রত্যেক গ্রামে কোন কোন কড়ি কোমল সুরের আবশ্যক হয়, তাহার তালিকা। সে সকল পাগ্রাম মাগ্রাম সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই, কেন না এ দেশীয় যন্ত্রে সে সমুদায় অপ্রয়োজনীয়। স্বরূপতঃ উহা সঙ্গীতের বিদ্যামধ্যে গণ্য নহে; সঙ্গীতের ক্রীড়া কৌতুক মাত্র যথা,—ভৈরবীর ঠাটে ইমন্ কল্যাণ বাদন ইত্যাদি।

সপ্তমাধ্যায়।

মুচ্ছ্র্না, গমক, গিট্‌কিরি ইত্যাদি।

"মুচ্ছ্র্না শব্দে দুইটী সুরের মধ্যগত অন্তর বুঝায়"। মধ্য-

গত অন্তর শব্দে বোধ করি, মধ্যগত সূক্ষ্ম সুরগুলিই উদ্দেশ্য, নচেৎ কেবল মাত্র মধ্যগত অবকাশ বুঝাইলে, কাণ্ঠিকদ্বয় সম্বন্ধে মুর্চ্ছনা কি পদার্থ তাহা বোধগম্য হয় না। সেতারাদি যন্ত্রের সা ও ঋয়ের মধ্যগত অবকাশ, অর্থাৎ শূন্যস্থান দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কণ্ঠের সাও ঋয়ের মধ্যগত অবকাশ, কিছুই লক্ষ্য হয়না। যদি মধ্যগত সুর উদ্দেশ্য হয়, তবে শ্রুতির সহিত ইহার বিশেষ কি? যে হেতু, পঞ্চমাধ্যায়ের ৬৭ অঙ্কিত কল্পে অচল ঠাটের উল্লেখান্তে, গ্রন্থকার কহেন,"ইহা অপেক্ষা গ্রামকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সেই ক্ষুদ্র সুরগুলির নাম শ্রুতি"। সুতরাং দুই সুরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র সুরগুলির নাম মুর্চ্ছনা হইলে মুর্চ্ছনা ও শ্রুতি একই পদার্থ হইয়া পড়ে। তৎপরে উক্ত হইয়াছে, সুর হইতে সুরান্তর গমন সময়ে, শ্রুতির প্রকাশ করার নামই মুর্চ্ছনা। মুর্চ্ছনা শব্দে বারেক শ্রুতি, বারেক শ্রুতি প্রকাশন কার্য্য বুঝাইতেছে। সে যাহা হউক, যাহাকে 'মীড়' বলি সেই শ্রুতি প্রকাশ কার্য্যের নাম যদি মুর্চ্ছনা হয়, তবে গ্রন্থকার, পঞ্চমাধ্যায়ে শ্রুতির নাম উল্লেখ সময়ে কেন কহেন, যে শ্রুতিরা "অধুনা, গীত বাদ্যে প্রায় ব্যবহৃত হয় না"? এদেশীয় গীতবাদ্যে কি মীড় ব্যবহৃত হয় না? মীড় ব্যবহৃত হইলেই শ্রুতি নিনাদিত হইল, তবে শ্রুতি ব্যবহৃত হয় না এ কিরূপ উক্তি? গ্রন্থকার কহিবেন সে ব্যবহার, সুরের আনুষঙ্গিক মাত্র, শ্রুতিগুলির পৃথক্ স্পষ্ট ব্যবহার হয় না। শ্রুতির সে রূপ ব্যবহার কস্মিনকালেও হইত না, তবে 'অধুনা' শব্দের অভিপ্রায় কি? শ্রুতির সুরের ন্যায় পৃথক্ ব্যবহার হয় না, এবং সুরের অধীন বলিয়া, সংগীত শাস্ত্রে সুর পুরুষ ও শ্রুতি স্ত্রীরূপে উক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার হিন্দুর সে সকল সূক্ষ্ম বিচারণা বুঝিবেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করিবেন না। স্বরূপতঃ মুর্চ্ছনা ও শ্রুতি যে কি পদার্থ গ্রন্থকার তাহা কিছু মাত্র

অবগত নহেন, এবং তদ্বিস্তারিত বিবরণ, আমরা এ সমালোচনায় প্রকটিত করিব না, যে হেতু গ্রন্থকারকে শিক্ষা প্রদান করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তিনি যে সঙ্গীতবিষয়ে সুশিক্ষিত নহেন, সমাজে ইহা বিদিত হইলেই যথেষ্ট।

ইতঃপর গিঁট্‌কিরি ও গমক বর্ণনা, ও তদ্দ্বয়ের যে রূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ মাত্র। স্বরলিপির চিহ্নগুলি যথেচ্ছারূপে সকল অধ্যায়ে বিক্ষিপ্ত না করিয়া এক অধ্যায়ে তৎসমুদয়ের বিবরণ প্রকাশ করিলে ভাল হইত। সমালোচনার যোগ্য এ অধ্যায়ে আর কিছুই নাই।

অষ্টমাধ্যায়।

স্বরগ্রামের উপপত্তি অর্থাৎ শব্দ বিজ্ঞান প্রামাণ্য সাঙ্গীতিক সুরের উৎপত্তি ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিবরণ।

এই অধ্যায়টি, গ্রন্থকারের বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশে কহিয়াছেন, অষ্টম অধ্যায় এ দেশীয় অনেক ওস্তাদ বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ, এবং এ তদধ্যায়ের প্রথমেও কহেন "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অভ্যাস না থাকিলে, এ অধ্যায়টি বোধগম্য হইবে না"। আমরা চেষ্টা করিয়া দেখি—

সঙ্গীতের মূল ধ্বনি;—আঘাত জনিত পদার্থের কম্পনই ধ্বনির কারণ, এবং পদার্থের স্থিতি স্থাপকতাই আঘাত জন্য কম্পনের কারণ। এই দুএকটি কথা ইহাতে, প্রথম বুঝিবার আবশ্যক। আমরা অল্পবয়স্ক একটি ছাত্রকে, এই অধ্যায়টির প্রথম অংশ, পরীক্ষার্থে পড়িতে দিয়াছিলাম, সে পড়িয়া কহিল, আমাদিগের শিক্ষক এ সকল মুখে মুখে অনেক দিন হইল বলিয়া দিয়াছেন, এ আর নূতন কি। তাহার এতদ্বাক্যে, আমা-

দিগের স্মরণ হইল যাহারা সেতারের যোয়ারি প্রস্তুত করে তাহারাও এ বিষয় অবগত আছে। কারণ তারের কম্পন সৌকর্য্য সাধনই যোয়ারির উদ্দেশ্য। "স্থিতি স্থাপকতা" এই শব্দটি এদেশীয় সকলেও যদি না জানে, কিন্তু তদ্বাচ্য গুণের অভাবে যে কম্পন উৎপন্ন হয় না, ইহা সকলেই জানে।

গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক অংশেও, পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন যথা,—২ কল্পে কহেন, "বায়ুই যে শব্দের একমাত্র বাহক, এবং বায়ু ব্যতীত শব্দের উৎপত্তি ও তাহার শ্রবণানুভব হয় না, তাহাও নহে। যে বস্তুর স্থিতি স্থাপকতা গুণ আছে, তাহাই শব্দ বহন করিতে পারে, এবং ঐ গুণের আধিক্য ও অল্পতানুসারে, শব্দ শীঘ্র ও বিলম্বে বাহিত হইয়া থাকে"। পরে ঐ কল্পের সমাপ্তি কালে কহেন "বায়ু অপেক্ষা জলাদি তরল পদার্থে, শব্দের গতি চতুর্গুণ দ্রুততর, ধাতুতে ১৪গুণ, এবং শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যদিয়া ১১ গুণ দ্রুত গমন করিয়া থাকে"। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বায়ু অপেক্ষা শুষ্ক কাষ্ঠে কি স্থিতিস্থাপকতা গুণের পরিমাণ অধিক? যদি তাহা না হয়, তবে গ্রন্থকারের পূর্ব্বের বাক্য কিরূপে রক্ষা পায়, যথা "স্থিতিস্থাপকতাগুণের আধিক্য ও অল্পতানুসারে শব্দ শীঘ্র ও বিলম্বে বাহিত হইয়া থাকে"। গ্রন্থকার সঙ্গীতের যে নূতন মত রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট, বায়ু অপেক্ষা শুষ্ক কাষ্ঠই, অধিক আদরণীয় বোধ হইতেছে।

সেতারাদি যন্ত্রোৎপন্ন ধ্বনির উপপত্তি, গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্পন্ন করিয়া, কণ্ঠোদ্ভব ধ্বনির সম্বন্ধে, গ্রন্থকার এইমাত্র কহেন, "কণ্ঠধ্বনি বংশীর ধ্বনির ন্যায়, বায়ুর আঘাত জনিত, বায়ুর কম্পন দ্বারা উৎপন্ন হয়"। বংশীর অন্তর্গত বায়ু, বাদকের ফুৎকার বায়ুর আঘাতে কম্পিত হইয়া, নিনাদ উৎপন্ন করে,

কিন্তু গায়কের শরীরস্থ বায়ুতে, ফুৎকার প্রদান করিতে হয় না, তবে, কিরূপে তাঁহার স্বেচ্ছাধীন তাহা হইতে শব্দ নির্গত হয়? শরীর মধ্যে সেই বায়ু বা কিরূপে অবস্থিতি করে? এবং কিরূপেই বা অভিলাষানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের উচ্চনীচ স্বর সেই এক বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়?। এসকল বিষয় স্পষ্টরূপে, প্রকাশ করিলে, আমরা উপকৃত হইতাম, যেহেতু সঙ্গীতের মধ্যে কাণ্ঠিক গীতই প্রধান, সেতারাদি যন্ত্র তাহার অনুকরণ মাত্র, সুতরাং তাহার বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ প্রার্থনীয়। গ্রন্থকারের নাদ উপপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের কতকগুলি সংশয় আছে, প্রশ্নরূপে প্রকাশ করিতেছি।

১। ধ্বনির কারণ দ্রব্যাদির কম্পন, এবং স্থিতিস্থাপকতা গুণই দ্রব্যের আঘাত জনিত কম্পনের কারণ; যদি এরূপ হয়, তুলারাশি বিশেষরূপে স্থিতিস্থাপকতা বিশিষ্ট; তবে তাহাতে আঘাত করিলে, কম্পন সহকারে কিহেতু উচ্চধ্বনি উদ্ভূত না হয়? কাষ্ঠাদির আঘাতে কিহেতু অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ নাদ নির্গত হয়?।

২। গ্রন্থকার কহেন, কম্পনের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারেই স্বরের পরস্পর উচ্চতা ও খর্ব্বতা নিষ্পন্ন হয়, এবং সম সংখ্যক কম্পনই, সম সংখ্যক স্বরের উৎপত্তির কারণ। জিজ্ঞাস্য এই, একটী বদ্ধ যোয়ারীর সেতার, ও একটী খোলা যোয়ারীর সেতার, দুইটীকে মিলাইয়া বাঁধিলে, উভয়ের স্বর সকল পরস্পর ঐক্য হইবে কি না? যদি ঐক্য হয়, উভয় সেতারের স্বরগুলির কম্পন সংখ্যা পরস্পর তুল্য হইবে কি না? যদি তুল্য হয়, তবে যোয়ারি বদ্ধ সেতারের স্বর অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হওয়ার, কারণ কি? গ্রন্থকারের মতানুসারে, উভয় সেতারের পরমাণুর গুণভেদ কি ঐ রূপ স্বর প্রভেদের কারণ? তাহা হইলে, যোয়ারি বদ্ধ

সেতারের যোয়ারি খুলিলে, সে প্রভেদ কিহেতু বিলুপ্ত হয় ?।

৩। এ প্রশ্নটি, দ্বিতীয়ের আনুষঙ্গিক মাত্র। সেতারের যোয়ারি পরিষ্কার করিলে, যে সুর উজ্জ্বল হয়, তাহার সহিতকম্পন সংখ্যার কোন সংযোগ আছে কি না ? অর্থাৎ যোয়ারি পরিষ্কার করিলে, কম্পন সংখ্যার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় কি না ?

ইতঃপর গ্রন্থকার কহেন, দ্বিগুণ সংখ্যক কম্পনে, যে সুর উৎপন্ন হয়, সেই সুরটি প্রথম সুরের সমসংজ্ঞক দ্বিতীয় গ্রামের সুর, যথা,—যত কম্পনে উদারার সা উৎপন্ন হয় তাহার দ্বিগুণ কম্পনে উৎপন্ন সুরটি, মুদারার সুর। তদন্তে উক্ত হইয়াছে "পিয়ানাফোর্ট নামক যন্ত্রের সা সুরের কম্পন সংখ্যা ২৫৬ ; ঐ সুরটি দেশী যন্ত্রাদির মুদারার খরজ"। ইচ্ছানুসারে দেশী যন্ত্রাদির সুরের তারতম্য সাধিত হয়, তাহার সহিত, দোকানের বাঁধা, বিলাতি যন্ত্রের সুরের, নিশ্চল একতা ঘটনায় সম্ভাবনা কি ? সে যাহা হউক, এই অধ্যায়ের ৯ অঙ্কিত কল্পে গ্রন্থকার সঙ্গীত শাস্ত্রের একটি নিগূঢ় বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন ; সঙ্গীতে সাত সুরের অধিক সুর নাই কেন। মীমাংসাটী, পাঠকগণের বিদিতার্থে আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত করিলাম।

"যদি এক সেকণ্ডে সায়ের কম্পন সংখ্যা১ স্থিরকরা যায়, তবে ঐ সময়ে উহার অনুবর্ত্তী রি গ ম প ধ নি ও সায়ের কম্পন সংখ্যা এইরূপ হইবে যথা,—সা=১ রি=$\frac{৯}{৮}$ গ=$\frac{৫}{৪}$ ম=$\frac{৪}{৩}$ প=$\frac{৩}{২}$ ধ=$\frac{৫}{৩}$ নি=$\frac{১৫}{৮}$ এবং সা=২। কিম্বা সায়ের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ২৫৬ দিয়া ব্যক্ত করিলে এইরূপ হয় যথা,—সা=২৫৬ রি=২৮৮ গ=৩২০ মা=৩৪১$\frac{১}{৩}$প=৩৮৪ ধ=৪২৬$\frac{২}{৩}$ নি=৪৮০ এবং সা=৫১২"।

এই অঙ্কাবলি দেখিয়া, না বুঝিয়াও অনেকে ভাবিতে পারেন, যে গ্রন্থকার বুঝি মীমাংসায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ সকলি অলীক আড়ম্বর মাত্র। যদি সায়ের কম্পন সংখ্যা

১ হয়, তবে ঋয়ের কম্পন সংখ্যা যে $\frac{৯}{৮}$ হইবে, ইহার প্রমাণ কি ? কেন $\frac{১৪}{১৩}$ হয় না ? অথবা সা ২৫৬ হইলে ঋয়ে ২৮৮ হইবে, ইহার যুক্তি কি ? কেন ৩১২ হয় না ? গ্রন্থকার কি, ঋ গ ম ইত্যাদির কম্পন সংখ্যা, স্বয়ং প্রত্যক্ষ মতে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, অথবা কোন পুস্তকে পড়িয়াছেন ? পুস্তক হইতে সায়ের কম্পন সংখ্যা, ২৫৬ কেবল এই মাত্র অবগত হইয়া নিজ বুদ্ধি বলে অঙ্কাবলির কাল্পনিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই অনুভব হয়, নচেৎ পঠিত বিদ্যা হইলে মতের প্রমাণার্থে মূল গ্রন্থের উল্লেখ করিতেন। তদভাবে সা ২৫৬ হইলে ঋয়ে ২৮৮ হইবে, গ্রন্থকার, ইহা কেবল আপনার মুখের কথাতেই প্রত্যয় করিতে পারি না। আপনি ঋ গ ম ইত্যাদিতে এরূপ ভাবে কল্পিত অঙ্কপাত করিয়াছেন, যাহাতে, ঊর্দ্ধতন সায়ের অঙ্ক, নিম্নতন সায়ের অঙ্কের ঠিক দ্বিগুণ হয় ; ইহা কি প্রমাণ ? পঞ্চমাধ্যায়ের ৬৩ অঙ্কিত কল্পে লিখিত হইয়াছে, "সা হইতে রি পুর্ণ সুর, রি হইতে গ পুর্ণ সুর, গ হইতে ম অর্দ্ধ সুর, ম হইতে প পুর্ণ সুর, প হইতে ধ পুর্ণ সুর, ধ হইতে নি পুর্ণ সুর, এবং নি হইতে সা অর্দ্ধ সুর"। এই পরিমাণের সহিত, অঙ্কপাতের পরিমাণের সমতা উচিত ছিল, তাহাও নাই। যথা—সা ২৫৬ ঋ ২৮৮ উভয়ের ব্যবধান অঙ্ক ৩২ ঋ ২৮৮ এবং গ ৩২০ ইহার ব্যবধান অঙ্ক ৩২, উভয়েই পুর্ণ সুর এবং উভয়ের ব্যবধানঅঙ্ক ৩২ দেখিয়া, আশু উপলব্ধি হয়, কোন সুর হইতে তদুচ্চ পুর্ণ সুরের কম্পন বৃদ্ধি ৩২, কিন্তু পায়ের অঙ্ক ৩৮৪, এবং প হইতে ধ পুর্ণ সুর, তাহার অঙ্ক ৪২৬$\frac{২}{৩}$, এ উভয়ের ব্যবধান অঙ্ক ৪২$\frac{২}{৩}$, এ-কি রূপ হইল ? যদি কহ, অঙ্কের পরিমাণ অনুসারে, ব্যবধান অঙ্কের ন্যুনাতিরেক হয় ; অর্থাৎ ৮ হইতে ৫ অঙ্কের ব্যবধান ৩ হইলে,

ঐ উভয় অঙ্ককে পাঁচগুণ করিলে ৪০ হইতে ২৫ অঙ্কের ব্যবধান, ১৫ হইবে, যে হেতু প্রতি পাঁচ অঙ্কে, ৩ অঙ্কের ব্যবধান দ্বারা ৫ গুণে ৫+৩=১৫ হইবে। যদি এ রূপ হয়, তবে সা ২৫৬তাহা হইতে ঋয়ের বৃদ্ধি ৩২, এবং ঋ ২৮৮ তাহা হইতে গায়ের বৃদ্ধি ৩২, এ উভয়ের সমতা হওয়ার কারণ কি? সে নিয়ম অবলম্বন করিলে, ঋয়ের অঙ্ক ২৮৮ হইতে, গায়ের অঙ্ক ৩২০ পরিবর্ত্তে, ৩২৪ হওয়া উচিত। গণিত বিজ্ঞ গ্রন্থকার গণনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যে ভগ্নাংশ অঙ্কের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই রূপ অসমন্বয় দোষ আছে, পাঠক বর্গের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা হয়, গণনা করিয়া দেখিবেন। অতএব এ কাল্পনিক অঙ্কাবলীর বিরুদ্ধে প্রথমাপত্তি এই, যে প্রতি সুরের যে কম্পন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? যদি কোন ইউরোপীয় গ্রন্থে এ রূপ থাকে, তবে তাহার উল্লেখ না করিয়া, গ্রন্থকারের নিজের মীমাংসাভাবে প্রচলিত করা উচিত হয় নাই। দ্বিতীয় আপত্তি, তাঁহার সুর পরিমাণের সহিত, অঙ্ক পরিমাণের সমতা নাই। ৯ কল্পে উক্ত হইয়াছে দুইটি খরজের মধ্যে, জগতে ছয়টি সুরের অধিক ব্যবহার হয় না কেন, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা, এই উপপত্তি প্রস্তাবের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। পরে এই কাল্পনিক অঙ্ক পাতান্তে ১০ কল্পের প্রারম্ভে কহেন, "সংগীতে সাত সুরের অধিক নাই কেন, তাহা উক্ত গণনা দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়"। যুক্তি বিহীন ও প্রমাণ রহিত অঙ্কপাতের দ্বারাই যদি মীমাংসা নিষ্পন্ন হয়, তবে আমরাও এই রূপে মীমাংসা করি না কেন? যথা,—সা=৩১২, ঋ=৩৪০$\frac{১}{৪}$, গ=৩৭১$\frac{৭}{৮}$, ম=৩৯২$\frac{০}{৮}$, পা=৫১২ ৩$\frac{২}{৩}$, ধ=৫৬৩ ৬$\frac{১}{২\frac{১}{৮}}$,

$$নি=\frac{৫১২\times(৭-৪)\times৪}{৯\times(৯\frac{১}{৮}+২\frac{৩}{৪})}$$ এবং সা=৬২৪।

অর্থাৎ এরূপ প্রমাণে ; আর কিছুই আবশ্যক হয় না, কেবল দ্বিতীয় সায়ের অঙ্ক প্রথম সায়ের দ্বিগুণ হইলেই যথেষ্ট ; মধ্যবর্ত্তী স্বর গুলিতে, যথেচ্ছারূপে অঙ্কপাত করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার,! ইহা কি যুক্তি !

ইতঃপর, গ্রন্থকার তালিকা, ও বহু বহু বাক্যের দ্বারা তান্ত্রিক অন্তর, গ্রামিক অন্তর ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন, সে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ; তৎসম্বন্ধে বাক্যব্যয় করিলাম না।

পূর্ণ স্বারিকগ্রাম, কি কারণে জগতের সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে, তাহার বিষয় ইতঃপর ব্যক্ত করিব, গ্রন্থকার পঞ্চমাধ্যায়ে এই রূপ কহিয়াছিলেন ; আমরা এতদধ্যায়ের ১৯ অঙ্কিত কল্পে, সে কারণটী প্রাপ্ত হইলাম। তাহার তাৎপর্য্য এই, খরজের সহিত স্বাভাবিক সুর কএকটীর যেরূপ মিল আছে ও তজ্জন্য যেরূপ মিষ্ট শুনায়, বিকৃত সুরগুলির সে রূপ মিল না থাকায়, সে রূপ মিষ্ট শুনায় না। গ্রন্থকার ! একথা সেই পঞ্চমাধ্যায়েই বলিলে হইত, যে কোমল রি কোমল গা অপেক্ষা শুদ্ধ রি ও শুদ্ধ গার সহিত খরজের অধিক মিল বশতঃ অপেক্ষাকৃত মধুর শুনায়, এই জন্য সেই ঠাট জগতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়।

তদনন্তর গ্রন্থকার ২৪ কল্পে কহেন “ কোন সুরকে কড়ি করিতে হইলে তাহার সাংখ্য পরিমাণকে ২৫/২৪ দিয়া, এবং কোমল করিতে হইলে ২৪/২৫ দিয়া গুণ করিতে হয়”। সেতারে কানেড়া বাজাইতে হইবে, গান্ধার কোমল করিবার আবশ্যক, অতএব গান্ধারের সংখ্যা ৫/৪ তাহাকে ২৪/২৫ দিয়া গুণ করিয়া ফল হইল ৬/৫ ; কিন্তু তাহাতে ফল কি? অঙ্কচর্চ্চার দ্বারা, ফলাঙ্ক লাভ করিবামাত্রে কি গান্ধারের পর্দ্দাটি স্বয়ং আসিয়া কোমল স্থানে সংলগ্ন হইবে? কি আশ্চর্য্য ! হরণ পূরণ দ্বারা সুরের কোমলত্ব তীব্রত্ব নিষ্পন্ন

করিতে হয়, এটি ব্যাবিলন রাজ্যের অভূমিলগ্ন উদ্যান অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। গলিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত যদি সত্য হইত, তবে গ্রন্থকার লাপুটা দ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন। আমরা উক্ত গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, লাপুটার জনেক আচার্য্যের এই অভিপ্রায় যে, অট্টালিকাদি ভূমি হইতে আরম্ভ না করিয়া মধুচক্রাদির ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে পত্তন করিয়া ক্রমে অধোভাগে রচনা করা কর্ত্তব্য। অপর এক জন তরমুজ প্রভৃতি ফল হইতে বহুকালাবধি সূর্য্য রশ্মি নির্যাসিত করিবার প্রয়াস করিতেছেন এবং মেঘাচ্ছন্ন কোন দিন, রাজালয়ের উদ্যান, তাঁহার রৌদ্রের দ্বারা উদ্ভাষিত হইবে এরূপ বিশ্বস্ত আছেন। অপর আচার্য্য রাশীকৃত নর পুরীষ লইয়া বিব্রত, তাঁহার আশা যে, পুরীষকে পুনরায় ভক্ষ্যে পরিণত করিয়া আহার করিতে পারিবেন। গ্রন্থকারও সেই দলের এক জন। ইহা বোধ নাই সুর শব্দমাত্র,--নিরাকার পদার্থ; বাক্য বা অঙ্কের দ্বারা যিনি ইহার সমুদায় প্রকৃতি নিরূপিত করিতে পারেন; তিনি রর্জ্জু গ্রন্থি দ্বারা আকাশকেও আবদ্ধ করিতে সমর্থ। নবম অধ্যায়ে সেতার শিক্ষার প্রকরণে কহেন কোন পর্দ্দাকে কোমল করিতে হইলে, কাণের দিকে, এবং কড়ি করিতে হইলে তুম্বের দিকে সরাইয়া লইতে হয়। গ্রন্থকার, শ্রমের অসারতা বুঝিতে পারিয়াছ যে, কেবল অঙ্ক গুণের দ্বারা কড়িত্ব কোমলত্ব নিষ্পন্ন হয় না? আনুষঙ্গিক আরো জিজ্ঞাস্য এই, সেতারের পর্দ্দা উঠাইয়া ও নাবাইয়া লইলেই, কি উচিত মত কড়িত্ব কোমলত্ব নিষ্পন্ন হয়? কখনই নহে। কড়ি কোমলের ও খরজের সহিত সংযোগ আছে, গুরু উপদেশ সহকারে দীর্ঘালোচনা দ্বারা তাহাতে সংস্কার জন্মিবে; আপনার এরূপ উপদেশ দ্বারা কিছু মাত্র ফল দর্শিবে না।

পাঠকগণ! আমরা যথার্থই ক্লান্ত হইয়াছি। কম্বলের লোম বাছিয়া নিরস্ত হওয়া ও এ গ্রন্থের অন্যায় প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া তুল্য; অবশেষে, আর কিছুই থাকে না। যাহা উক্ত হইল তাহাতেই প্রতীত হইবে, যে গ্রন্থকার তাল বিচারণায় যে রূপ, স্বর বিচারণাতেও তদপেক্ষা ন্যূন নহেন। অতএব গ্রন্থকারের প্রধান গর্ব্বাস্পদ এ অধ্যায়টীর সমালোচনায়, আমরা ক্ষান্ত হইলাম। সারি গা ইত্যাদির যে কাল্পনিক অঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ অধ্যায়ের সকল প্রস্তাবের, সেই মুল, ইহার সকল আলোচনাই তদন্তর্গত, সুতরাং তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন দ্বারা সকলমত গুলি প্রকারান্তরে খণ্ডিত হইয়াছে; অতএব অহেতু আর গ্রন্থকারের মনস্তাপ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা নাই।

নবমাধ্যায়।

কণ্ঠেও যন্ত্রে স্বর সাধনার নিয়ম।

হে পাঠকগণ! গ্রন্থকারের অন্তঃকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা গুরুতর কার্য্যটী নিষ্পন্ন করিয়াছি, এক্ষণে নিষ্ক্রান্ত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। অষ্টমটী সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, গ্রন্থকার পূর্ব্বেই উপদেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং ১ ২ ইত্যাদি ক্রমে নিষ্পন্ন করিয়াও, আমরা সন্দিহান ছিলাম, অষ্টমটী আয়ত্ত হয় কি না। বিশেষতঃ তাহার বিপুল কলেবর দেখিয়াও ভীত হইয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় হে পাঠকগণ তদধ্যায়গত ফল আপনারা অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে নবমটীর নিকটস্থ হইলাম, এটীর শরীরও পীবর বটে কিন্তু ভয় হইতেছে না, কারণ প্রথম সমাগত বাক্যের দ্বারা বোধ হইল ইহাতে নবত্ব নাই, তবে নিশ্চিত বলিতে পারি না, কেন না অন্ধকারে কার্য্য করিতেছি

গ্রন্থকারের কিছুই নিয়মাবদ্ধ নহে সুতরাং কণ্ঠে ও যন্ত্রে স্বর সাধনার নিয়ম ইত্যুপাধিযুক্ত অধ্যায়ে কোন প্রকার নূতন সঙ্কেত চিহ্ন বা সুর বিভাগ ইত্যাদি লক্ষিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

এ অধ্যায়ের প্রথমেই কণ্ঠে গীত শিক্ষার প্রকরণ। প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে "ইহা (গীত) শিক্ষক ব্যতিরেকে স্বয়ং শিক্ষা হয় না" কিন্তু তথাচ দুই একটী নূতন উপদেশ প্রদান করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার মতে তানপূরা অপেক্ষা সেতারাদির সহযোগে কণ্ঠ সাধন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু হে গীত শিক্ষার্থীরা গ্রন্থকারের এ মত কখনই অবলম্বন করিও না। যদি সরল, গম্ভীর, অথচ মধুর খেয়াল ধ্রুবপদাদির উপযোগী স্বর লাভের অভিলাষ থাকে, তবে কখনই তানপুরা ত্যাগ করিও না, আর যদি গ্রন্থকারের গীতের উপযুক্ত স্বর লাভ হইলে সন্তুষ্ট হও, তবে সেতার অবলম্বনের বাধা নাই। কণ্ঠ শোধন হইলে গ্রন্থকার নবম পত্রের গীত শিখিতে উপদেশ দিয়াছেন, সে গীত গুলি কিরূপ পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত একটি উদ্ধৃত করিলাম।

ঝিঝিটী, তাল কাওয়ালি।

"চমৎকার সময় দোষে,গুণিগণ ক্রমে শূন্য হলো ভারত বর্ষে। সময় দোষে। চমৎকার সময় দোষে। সংগীত সুধার ধার নাটকের রস সার কোথাও না দেখি আর দেশ পূরিল কুরসে, সময় দোষে ভারত ভূমি গো আর ঘুমাবে কি অনিবার চেয়ে দেখ একবার সব দুঃখ যাবে কিসে।

হায় এত আয়োজনের পর এই! কেশরীর প্রসব যাতনা, পরে মুষিক পুত্রের জন্ম। ইহা অপেক্ষা বাউলদিগের গীত গুলি যে উৎকৃষ্ট। গ্রন্থকার হুতুম পেঁচা হইতে আজব সহর কলকেতা গীতটি উদ্ধৃত করিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম,

মহাত্মা রাম মোহন রায়ের গীত গুলির সংশ্রব রাখিলে তাঁহার গ্রন্থ অধিক আদরণীয় হইত।

পরে সেতার শিক্ষার প্রকরণ। সেতার যন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গিক পরিচয় প্রদানান্তে যে রূপে সুর বাঁধিতে হয় তাহা লিখিয়া গ্রন্থকার কহেন সেতারের সুর মিলান বা পর্দ্দা বাঁধা সেতার নির্ম্মাতাদিগের কার্য্য,শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের নহে। হে সেতার শিক্ষাভিলাষী বঙ্গ যুবকগণ তোমরা এ প্রথা অবলম্বন করিলে এই ফল হইবে যে প্রতি জনকে একএক জন সেতার নির্ম্মাতাকে ভৃত্যভাবে রাখিতে হইবে এবং প্রকারান্তরে তাহাকে বলা হইবে আমার শিক্ষক অপেক্ষা তোমার সুর বোধ উত্তম,হে গ্রন্থকার অস্মদ্দেশের সঙ্গীত যন্ত্র নির্ম্মাতাগণ অপেক্ষা সঙ্গীতাচার্য্যগণের সঙ্গীত শাস্ত্রে অধিক ব্যুৎপত্তি জন্মে, তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে যে ভাবে ইচ্ছা করেন সেই ভাবেই যন্ত্র বাঁধিয়া লইতে পারেন; তাঁহারা দোকানদারের অধীন নহেন। এটি কি আপনি গ্লানি বা সাঙ্গীতিক শিল্প খর্ব্বতা অনুমান করেন ?।

তদনন্তর সেতার বাজাইতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর মেজ্‌রাফ্ দ্বারা কি রূপে আঘাত করিতে হয় এবং বাম হস্তের কয়েকটী অঙ্গুলির আবশ্যক হয় তাহা লিখিয়া সেতারের প্রথম বোল যে ডারা, তাহারলক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তদনন্তে কহেন, ডারার দুন অর্থাৎ দ্রুত ডেরে। ডারা বলিতেও যে সময় লাগে ডেরে বলিতেও তত সময়ের আবশ্যক। গ্রন্থকার আপনি অবগত নহেন ডারার দুন যে বোলটি ড্রে। এ সকল সামান্য কথা লইয়া আর বাক্ বিতণ্ডার আবশ্যকতা নাই। ইতি পুর্ব্বে বিজ্ঞাপনের আলোচনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে, সেতারের সুর মিলান এবং গমক মূর্চ্ছনা ইত্যাদি শিক্ষকের নিকট শিখিতে হয়, যদি সে সমস্ত শিক্ষকের নিকট শিখিতে হইল তবে কোন তারটী কোন সুরে,

বাঁধিতে হয় ইত্যাদি, যাহা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, সে সামান্য বিষয় গুলিও শিক্ষকের নিকট অনায়াসে শিখিতে পারিব, এবং আপনার বঙ্গৈকতানের গত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতও পাইতে পারিব। যদি শিক্ষক ব্যতিরেকে শিক্ষা করা ঘটনা না হয়, তবে হে শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা সংজ্ঞক গ্রন্থের গ্রন্থকার? আমরা আপনার মানুকা ডাণ্ডি সোয়ারী ইত্যাদির পরিচয় পড়িয়া কি করিব।

তদনন্তর বেয়ালা শিক্ষা প্রকরণের প্রারম্ভে কহেন "এটি অতি চমৎকার যন্ত্র। জগতে এমন আর কোন বস্তু নাই যাহার সহিত বেয়ালার তুলনা করা হইতে পারে"। হায় হায় গ্রন্থকারের কর্ণকুহরে কি কখন বীণার নিনাদ প্রবিষ্ট হয় নাই? যাহার ধ্বনির পরিপূর্ণতা ও মধুরতা এরূপ, যে প্রতি মীড়ের আন্দোলনে বোধ করিতে হয় বিপুল পৃথ্বীপিণ্ড বায়ু মণ্ডলে দোদুল্যমান হইতেছে, কোন অলক্ষ্য যন্ত্রযোগে হৃদয়াগার হইতে আত্মাপুরুষ ধীরে ধীরে আকর্ষিত হইতেছে। অধিক-কি বলিব, সুবাদকের নিকট যে বীণাবাদন শ্রবণ সময়ে ইহ-মলিন-সংসার-স্মৃতি, ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ও উৎকৃষ্ট জগতের-উষা, অল্পে অল্পে প্রতিভাত হইতে থাকে, তাহা অপেক্ষা কি বেয়ালা উৎকৃষ্ট?। তবে বীণা বেয়ালার ন্যায় লঘু নহে, এবং ইহার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ দুইটি তুম্বা, সুতরাং দেখিতেও তত সুন্দর নহে, হে হতভাগ্য বীণ? তুমি এই কারণেই, সঙ্গীত রাজ্যের সীমা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছ। যেহেতু হারমোনিয়ম প্রভৃতি বিজাতীয় যন্ত্র বাজাইবার প্রকরণ লিখিত হইয়াছে কিন্তু দেশীয় প্রাচীন বীণাও রবাবের উল্লেখও নাই।

আরো একটি কথার উল্লেখ করিতে হইল। ঐক্যধ্বনি (Concert) বাদ্যের উল্লেখে কহেন "ইউরোপীয়দিগের গির্জার

ও সাংগ্রামিক ঐক্যতান বাদন বিশেষ বুঝিয়া শুনিলে, তৎপরক্ষ-
ণেই আমাদিগের দেশী সঙ্গীত বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় বোধ হয়।
আমরা সেই ঐক্যতান বাদন শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে দেশী
সঙ্গীত বালকের ক্রীড়ারূপে প্রতীয়মান হয় নাই। ঐক্যতানে
অনেকগুলি যন্ত্র একত্র বাদিত হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধি-
কাংশ যন্ত্রগুলির আনুষঙ্গিক ক্ষণিক ক্ষণিক যোগ মাত্র। দেশী
যন্ত্রাদি সেরূপ অপেক্ষিক ভাবের নহে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান,
অথচ ইচ্ছানুসারে সংযোগ সহকারেও বাদিত হইতে পারে।
এতদ্দেশের সকল যন্ত্র একত্র বাজাইবার প্রথা নাই, তাহার
কারণ এই, দেশীয় সঙ্গীতের নৈপুণ্য ব্যঞ্জক কৌশলগুলি (যথা
মীড় ইত্যাদির বিবধ প্রকরণ) অতি সূক্ষ্ম, একত্র বাজাইলে,
সেটী প্রায় লক্ষ্য হয় না। কালীঘাটের চণ্ডী পাঠ হইয়া উঠে।
গ্রন্থকারের ন্যায় অর্দ্ধশিক্ষিতেরা, স্বতন্ত্র বাদন অপেক্ষা, একত্র
বাদনের পক্ষপাতী হইতে পারেন, যেহেতু পাঠশালার মূর্খ
বালকের ন্যায়, গণ্ডায় 'এণ্ডা' যোগ করিয়া সঙ্গীতজ্ঞ দলভূক্ত
হওয়ার, তেমন সুযোগ আর নাই। লোক অল্প এবং শব্দও
অপেক্ষাকৃত মৃদু, এই কারণে ইউরোপীয় ঐক্যতানের অপেক্ষা,
যদি দেশীয় পৃথক্ বাদনের, শিল্পি নিকৃষ্ট হয়, তবে পাটের
কলের তুলনায়, চিত্রকরের শিল্পি ও নিকৃষ্ট।

হে কাল! তোমার পরিবর্ত্তনে কি কৌতুক সমূহই বিলোকিত
হয়, যে স্থলে মহোর্ম্মী সঙ্কুল সাগর নৃত্য করিত, তথায় এক্ষণে
অচল হিমালয় দণ্ডায়মান হইয়াছে, ফেন পুঞ্জের পরিবর্ত্তে,
শিরোভাগে তুষার সঞ্চয়, তিমি কুলের নিলয়ে, দন্তি দল বিচরণ
করিতেছে। তোমার তুল্য শক্তিবান্ আর নাই-তুমি কি না করিতে
পার। সকল দেশের জ্ঞানীগণ, জ্ঞান শিখিতে বহুদূর হইতে যে
হিন্দুস্থানে আসিত, সেই হিন্দুস্থান বাসীরা, জ্ঞান শিক্ষার

অভিলাষে এক্ষণে বহুদূরে গমন করিতেছে, অথবা বহুদূর হইতে গ্রন্থ আনিয়া অধ্যয়ন করিতেছে; হিন্দুনাম সংযুক্ত যে কিছু তৎ-সমুদয়ের প্রতিই তাহাদিগের বিদ্বেষ, অতএব হে কাল তোমাকে নমস্কার করি।

গ্রন্থের অক্ষরময় অংশের আমরা আনুপূর্ব্বিক সমালোচনা করিয়াছি, তৎপরে, সাঙ্কেতিক চিহ্নযুক্ত কতকগুলি গত ও গীতের চিত্রিত পত্রাবলী, তৎসমুদয়ের পৃথক্ সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, তদ্দ্বারা যে হিন্দু সঙ্গীত যথাযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। গ্রন্থকার স্বয়ং হিন্দু সঙ্গীতে সুশিক্ষিত নহেন, সঙ্গীতানভিজ্ঞ বালকগণের ব্যবহার্য্য কতকগুলি নাটকের গীত ও গত, লিখিবার কৌশল, পরিমিতবুদ্ধি যে কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিবে সেই রচনা করিতে পারিবে, সে নিমিত্ত এতাদৃশ আড়ম্বর, ও বিজাতীয় গ্রন্থের আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ তাহাও গ্রন্থকার যে ভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে সঙ্গীতজ্ঞ বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহুকষ্ট স্বীকার করিলে তবে তাহার একটী জঘন্য গীত বা গত লব্ধ হইবে, কারণ গ্রন্থ সরল ভাবে বিরচিত হয় নাই, গ্রন্থের আদ্যোপান্ত জটিলতায় পূর্ণ, এবং বোধ করি তজ্জন্য গ্রন্থকার গর্ব্ব করিতে পারেন 'অনেকেই আমার গ্রন্থ বুঝিতে পারিবেন না'। গ্রন্থকারের যদি সেরূপ সংস্কার থাকে, তবে সেটীও একটী মহৎ ভ্রম। যে কোন গ্রন্থ হউক, বোধ সুলভ না হওয়ার প্রতি, দুইটী কারণ নির্দ্দেশিত হইতে পারে। প্রথম, পাঠকের বোধ স্বল্পতা, দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ে গ্রন্থকারের অসম্যক্ ব্যুৎপত্তি। এই গ্রন্থের বোধ দুর্গমতা পক্ষে, প্রথম কারণটী নির্দ্দেশ করা যায় না, যেহেতু শিক্ষকের উপদেশ ব্যতিরেকেও সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান, ইহার প্রয়োজন সুতরাং ইহার

অধিকারীগণের সঙ্গীত বিষয়ে বোধ স্বম্পতা স্বীকৃত বাক্য। অতএব ইহার জটিলতার প্রতি দ্বিতীয় কারণটী সম্যক্ সংলগ্ন-যোগ্য। গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয় হিন্দু সঙ্গীত, তাহাতে তাঁহার যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই তাহা বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। তাল-অধ্যায় হইতে সুরের উপপত্তি পর্য্যন্ত অধ্যায়-গুলির সমালোচনা, তাঁহার গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে, সঙ্গীত বিষয়ে যে তাঁহার কত স্থূল স্থূল ভ্রম আছে, তাহা পাঠকগণ বিদিত হইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ভাবার্থ প্রকাশের দোষ, অলীক বাগাড়ম্বর, যদ্দ্বারা অর্থ সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত না হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় তাহা অনেক আছে, তৎসমুদয় আমরা গ্রাহ্য করিলাম না। গ্রন্থকার তরুণবয়স্ক, বিশেষতঃ অধিকাংশ সময় নাটকাভিনয়ে ও বিদেশীয় সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে পদবিন্যাসের পরিচ্ছন্নতা প্রাপ্তির অভিলাষ দুরাশা মাত্র। আমাদিগের এতৎসমালোচনার মধ্যেও অনেক পদবিন্যাসের দোষ আছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার সেগুলি নির্ব্বাচন করিতে পারিলে, আমরা ক্ষুণ্ণ হইব না, কারণ গ্রন্থকারের ভ্রান্তিসঙ্কুল মত, সমাজে প্রচলিত হইতে না পায়, ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য, নচেৎ গ্রন্থ-রচনার যশঃ লাভের অভিলাষ থাকিলে নূতন কোন গ্রন্থ রচনা করিতাম। ইতঃপর যদি সেরূপ অভিলাষ হয় ও গ্রন্থ প্রচার করি, এতদ্গ্রন্থকার তাহার দোষের উল্লেখ করিলে, চেষ্টা করিয়া দেখিব, আত্মরক্ষায় সমর্থ হই কি না। বিশেষতঃ পদবিন্যাসের দোষ-বিশিষ্ট মিথ্যা বাক্যের গ্রন্থ অপেক্ষা, তদ্দোষযুক্ত সত্যকথার গ্রন্থ অধিক প্রার্থনীয়। তবে বলিতে পারি না, কাল গুণে, ক্ষীর অপেক্ষা এক্ষণে সুরা অধিক আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

হে সুধী পাঠকবর্গ! বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের সমালোচনা সমাপ্ত হইল, আর যাহা কিছু বলিব সে আনুষঙ্গিক ভাবে। চিত্রিত পত্রাবলীর সম্বন্ধে আমাদিগের আর কিছুই বক্তব্য নাই, সেগুলি দেখিতে ইচ্ছা হয়, বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ খুলিয়া দেখিবেন। আমরা তাহার প্রথম পত্রের প্রান্তভাগে দেখিলাম, গ্রন্থকার ক্ষুদ্রাক্ষরে ইংরাজীতেও নিজ গ্রন্থের নাম করণ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তদর্থ যথা "বানরজীর স্বয়ং সঙ্গীত শিক্ষা বিধান"। গ্রন্থের উপাধি কি যুক্তি যুক্ত! সঙ্গীত শাস্ত্রে সাক্ষাৎ হনুমন্ত।

গ্রন্থের গুণ।

গ্রন্থের দোষগুণ উভয়েরই সবিশেষ বিন্যাস করা সমালোচকের কর্ত্তব্য। আমরা দোষ উল্লেখের সময়ে যেরূপ বিব্রত হইয়াছিলাম গুণ উল্লেখ সময়েও ততোধিক। দোষের বাহুল্য বশতঃ সকলগুলি যথাভাবে ও যথা স্থানে নির্দ্দেশ করিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু যাহা হউক, তাহাতে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু হায়! গুণ উল্লেখ কিরূপে নিষ্পন্ন করি। বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাইলাম পাঠকগণকে তাহাই বিদিত করিতেছি।

গ্রন্থের কাগজগুলি উত্তম। অনেকানেক গ্রন্থকার এবিষয়ে কার্পণ্যদোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে দোষটী নাই।

মুদ্রাঙ্কনকার্য্যটীও সযত্নে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাই অক্ষরের ইকার একারাদি অযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হয়, কিন্তু ইহাতে সেরূপ হয় নাই। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের পারিপাট্য হইতে গ্রন্থের যে যে গুণ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে এ গ্রন্থে তাহার কিছুরই অভাব নাই।

পুস্তকের কলেবরও বিলক্ষণ আয়তনযুক্ত, তবে দৈর্ঘ্য প্রাশস্ত্যের পরিমাণানুযায়ী পুষ্টতা নাই। কিন্তু গ্রন্থকার সে দোষ নিবারণার্থে অধ্যায় সংখ্যার বৃদ্ধি ইত্যাদি সাধন পক্ষে যত্নের ক্রুটি করেন নাই।

কিন্তু এ সকল গুণ সত্ত্বেও, হে গ্রন্থকার! আমরা আপনার পুস্তক ক্রয় করিয়া অনুতাপিত হইতেছি। হায় এই কলিকাতা নগরে কত অন্ধদীনগণ আহার বিহনে ক্ষীণ হইতেছে, জনক জননী বিহীন কত বালকেরা দ্বারে দ্বারে পত্রাবশেষ প্রার্থনা করিতেছে, কত শ্রমজীবী স্বাস্থ্য বঞ্চিত হওযায় সপরিবারে অভাবের নিদারুণ কশাঘাত সহ্য করিতেছে; আমরা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তিনটাকা দিয়া আপনার পুস্তক ক্রয় করিয়াছি। হে সর্ব্বান্তর্যামিন্ জগদীশ! এদীন বঞ্চনা—এ অর্থাপব্যয় পাপের দণ্ড কে ভোগ করিবে? আমাদিগের অপরাধ কি? গ্রন্থের উপাধি দ্বারাই প্রবঞ্চিত হইয়াছি।

উপসংহার অথবা গ্রন্থকারের প্রতি উপদেশ।

গ্রন্থকার! স্বমতের খণ্ডনের তুল্য অপ্রিয় সংসারে আর কিছুই নাই, ইহা আমরা স্বীকার করি। সুতরাং আমাদিগের প্রতি আশু আপনার ক্রোধের উদ্রেক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে, ক্রোধ লোভাদিকে দমন রাখাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। কতকগুলি এরূপ জিগীষাযুক্ত লোক আছে, যাহারা প্রতিযোগীর বাক্যের সত্যতা বুঝিতে পারিয়াও, বাহ্য তর্ক ত্যাগ করে না, কিন্তু তাহারা জানে না, যে অসত্য অবলম্বনে কলহ করা, কেবল পুনঃ পুনঃ পরাভব প্রাপ্তির কারণ। নীতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব ও অবিবেকতা, ইহারা প্রত্যেকই অনিষ্টের কারণ। যৌবন সময়ে শরীর পুষ্ট ও মানসিক

রাগবৃত্তি সতেজ হইয়া উঠে, কিন্তু বিচারণাশক্তি তখনো তাদৃশ পরিণত হয় না, একারণ সে সময়ে অবিবেক বশতঃ মহা মহা অনিষ্টকর কার্য্য ঘটনার সম্ভব। এমন প্রাচীন কেহই নাই যাহাকে স্বীয় যৌবন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, অনুতপ্ত হইতে না হয়। একারণ যুবাগণ অন্তরে যে কোন বিষয়ের মীমাংসা অবধারণ করেন, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নহে। বাল্যকালে, যে সকল সংস্কার ছিল, এক্ষণে তাহারা কোথায়? বাল্যের কোমলতার সহিত তাহারা অন্তর্ধ্যান হইয়াছে, যৌবনের সতেজস্কতার সহিত, ইহারও অনেক সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যুবাও প্রবীণে, বর্ষা ও শরৎ নদীর প্রভেদ, একের প্রাচুর্য্য প্রয়োজনেরও অধিক, কিন্তু পঙ্কিল; দ্বিতীয় যথেষ্ট প্রচুর, অথচ পরিস্কার। বিশেষতঃ মনুষ্যের বুদ্ধি অপেক্ষা বিদ্যার সীমা অধিক বিস্তীর্ণ; এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে একমাত্র বিদ্যারও পার প্রাপ্ত হইতে পারে। বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন সকল বিদ্যারই আত্ম হইতে পরমাত্মা পর্য্যন্ত সীমা বিস্তার। এই সকল কারণ বশতঃ চিরপ্রচলিত প্রথা নিরাকৃত করিতে আপনি সমর্থ হইয়াছেন; এরূপ সংস্কারাপন্ন হইয়া, এতাদৃশ প্রাগল্ভ প্রকাশ করা উচিত হয় নাই। সঙ্গীত বিদ্যা যথা নিয়মে দীর্ঘকাল শিক্ষা করুন্, যাহা শিখিয়াছেন, সে অবতরণিকামাত্র। ঈশ্বরকৃপায় আপনি দীর্ঘজীবী হইলে পরিণত বয়সে, এসকল বাক্যের সারত্ব বুঝিতে পারিবেন। মুখবন্ধে আপনি লিখিয়াছেন, "সঙ্গীতের প্রধান-উদ্দেশ্য কর্ণ পরিতৃপ্ত ও একাগ্রচিত্ত করা" আপনার এই উক্তি পড়িয়াই বুঝিয়াছিলাম, সঙ্গীতে আপনার তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ হয় নাই। কারণ সঙ্গীতের মহিমা সীমা আরো বিস্তীর্ণ। আমাদিগের শাস্ত্রে দেবতারাধন ও সমাধি সিদ্ধি সঙ্গীতের প্রয়োজন রূপে উক্ত হইয়াছে, সঙ্গীত হইতে, কিরূপে সমাধি সিদ্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাহা এস্থলে

ব্যক্ত করা সহজ নহে, এবং তাহা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম, সহসা এরূপ সাহস করিতেও পারি না, কিন্তু না পারিলেও, শাস্ত্রের বাক্যকে সহসা মিথ্যা বলিতে পারি না। কর্ণ তৃপ্তি ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন অপেক্ষা, সঙ্গীতের প্রয়োজন যে আরো উন্নত ভাবের, ইহা অনেক ইউরোপীয় গ্রন্থেও দেখিতে পাইবেন। ইউরোপের শিক্ষাগুরু প্রাচীন গ্রীকেরা, তাহাদিগের মধ্যে সঙ্গীত অতি উৎকৃষ্ট বিদ্যারূপে পরিগণিত হইত, এদেশের প্রাচীন সঙ্গীতের যদ্রূপ প্রস্তর দ্রাবণ ইত্যাদি শক্তির ইতিহাস প্রচলিত আছে, তদ্রূপ, তাহাদিগের মধ্যেও অরফিয়াস্ নামক সঙ্গীতাচার্য্যের যন্ত্রধ্বনিতে বৃক্ষ পর্ব্বতাদি বিনর্ত্তিত হওয়ার ইতিহাস গ্রন্থাদিতে পাঠকরা যায়। সে সকল সত্য কি কেবল সঙ্গীতের গৌরবব্যঞ্জক বর্ণনা মাত্র, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে প্রস্তুত নহি। কারণ এমন শকট আছে, যাহাতে এক মাসের পথ এক দিনে যাওয়া যায়, এবং এমন উপায় আছে যদ্দ্বারা এক মাসের পথের সংবাদ এক মুহূর্ত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়, রেল্ওয়ে টেলিগ্রাফ্ না দেখিলে কখনই প্রত্যয় হয় না। জড় জগতের এই সকল রহস্যের ন্যায়, আধ্যাত্মিক জগতেরও অনেক রহস্য আছে, এবং সে সকল অধিক বিস্ময়জনক। অনেকানেক কারণেই ইহা সপ্রমাণ হয়, যে প্রাচীন কালে আধ্যাত্মিক বিষয়েরই অধিক অনুশীলন হইত। কর কণ্ঠাদির কৌশল সহকারে নিষ্পন্ন হইলেও সঙ্গীত যে আধ্যাত্মিক বিদ্যা তাহাতে সংশয় নাই, যেহেতু নিরাকার শব্দের সহিত নিরাকার আত্মার যে গূঢ় সংযোগ, তাহাই সঙ্গীত শাস্ত্রের মূলভিত্তি। সুতরাং একাল অপেক্ষা প্রাচীনকালের সঙ্গীত উৎকৃষ্ট ছিল কি না, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারিলাম না।

আপনার গ্রন্থপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, আপনি ইউরোপীয়

শাস্ত্রকে দেশীয় শাস্ত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করেন, কিন্তু ইউরোপ আধুনিক সভ্য, তাহাদিগের সকল শাস্ত্রই উন্নতিশীল বটে, কিন্তু এখনো বদ্ধমূল হয় নাই। অল্পকালের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা জাতি কোন বিদ্যার নিরূপণ করিতে পারে না, গ্রীস্ মিসর ভারতবর্ষ এই তিন প্রাচীন বিদ্যাভূমি, তন্মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইরূপ উৎকৃষ্ট হওয়ার কারণ, কেবল বর্ণ বিভাগ। এক জাতির হস্তে শাস্ত্রালোচনা আবদ্ধ থাকার প্রথা, আশু উন্নতি কণ্টক রূপে প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু আপনি সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদ্বিপরীত ফলের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিবেন। যদি বাহুল্য দোষ না হইত, আমরা আপনার কারণ উদাহরণ উদ্ধৃত করিতাম, আপনি দেখিতেন এদেশের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া, অনেক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা, বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণকে তাঁহারা অলোকসামান্য শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞান করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের ন্যায়, এদেশের সঙ্গীতও ইউরোপে প্রচলিত হইলে তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দুশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, এবং আশু যুক্তিগম্য বিজাতীয় শাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া, হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ করি, সেটী অশেষ অনিষ্টের মূল। আশু যাহা বিশ্বাস হয় তাহাই সত্য, সত্যের এই রূপ অপ্রচ্ছন্নতা প্রকৃতিতে, অনেকেরই বিশ্বাস, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সত্য, মুক্তার ন্যায় সিন্ধুতল সংযত, অনেক কষ্টে তাহা লাভ করা যায়। প্রাচীন ইউরোপ প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটী সত্য সম্বন্ধে নিতান্ত সত্য (Veritas in puteo.) "সত্য, কূপ মধ্যে বাস করেন"। হায়! নর বুদ্ধি হইতে সত্যের এই সুদূর অবস্থিতির বিষয় বুঝিতে পারিয়াই, ইংলণ্ডের পণ্ডিতরাজ নিউটন্ কহিয়াছিলেন, আমি সত্য সাগরের উপকূলস্থ উপলখণ্ড আহরণেই

জীবন যাপন করিলাম, ইহার গর্ভস্থ রত্নলাভ করিতে পারিলাম না। আপনি হিন্দু সঙ্গীত উত্তম রূপে শিক্ষা করিলে, ও বিশেষ-রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমালোচনার লিখিত কুসংস্কার গুলি অপনীত হইবে। অন্যে সহস্র প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করিলেও ফল হইবে না। অহেতু কলহ করা অনুচিত, জিগীষা অপেক্ষা সত্য অধিক আদরণীয় যে ব্যক্তি দোষ দেখাইয়া দেয় সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু এবং অহংকারের পর রিপু আর নাই, আপনি এই মতগুলি অবলম্বন করিলেই, আমরা শ্রমের সার্থকতা স্বীকার করিব। কিন্তু নীতি বাক্যের স্মরণে সে আশা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।

* * * *

"পয়ঃপানং ভুজঙ্গীনাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং"

অর্থাৎ

দুগ্ধপানে ভুজঙ্গের বিষ বৃদ্ধি হয় মাত্র।

হে সময়! আমরা নিতান্ত অজ্ঞ, তোমার মহিমা জানি না, এই সমালোচনায় তোমাকে অতিবাহিত করিলাম, কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থপাঠে অর্পিত হইলে, আত্মার কত উৎকর্ষ সাধন হইত। যাহা হউক এতদ্দ্বারা, গ্রন্থকারের যদি একটী মাত্র কুসংস্কারও অপনীত হয়, তাহা হইলেও, অনর্থক সময় নষ্ট করিয়াছি, এক্ষোভ করিব না। অবশেষে ব্যানরজীর প্রেমাধার সেতুবন্ধকেও নমস্কার দিয়া বিরাম করিলাম।

সমাপ্তঃ।